CMYK

স্বর্ণ সম্ভার
৯ থেকে ২২ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 October, 2020 ■ আগরতলা, ৩ অক্টোবর, ২০২০ ইং ■ ১৬ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হাথরাসের গণধর্ষণের ক্ষোভের আঁচ লখনউ থেকে ইন্দ্রপ্রস্থে

রাজনীতিক থেকে সমাজকর্মী, যন্তরমন্তর চত্বর ভরে গেল শত শত প্রতিবাদীর সমাবেশে

লখনউ/ নয়াদিল্লী, ২ অক্টোবর।। উত্তরপ্রদেশের হাথরস গণধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার প্রতিবাদে সোচ্চার হল দিল্লি। যন্তরমন্তর চত্বর ভরে গেল কয়েক'শো প্রতিবাদীর সমাবেশে। কে ছিলেন না সেখানে! রাজনীতিক থেকে সমাজকর্মী। মহিলা থেকে পড়ুয়া-- সমাজের সকল স্তরের মানুষ মিলিত কণ্ঠে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন। চরম বর্বরতার শিকার হাথরসের দলিত তরুণীর সুবিচার দাবি করেছেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ, সিপিআই নেতা ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকেও দেখা গিয়েছে প্রতিবাদীদের ভিড়ে। প্রথমে ঠিক ছিল, হাথরসের বছর উনিশের দলিত কন্যার নির্যাতনের প্রতিবাদে ইন্ডিয়া গেটে জড়ো হবেন সকলে। কিন্তু, পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তাই যন্তরমন্তরে শুরু হয় প্রতিবাদ, জানালেন চন্দ্রশেখর আজাদ। ১০০ জনের বেশি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে

জানিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অন্তত ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সন্ধে নামার পর তাঁরা মোমবাতি জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পুলিশ নির্বাক দর্শক।প্রতিবাদ মঞ্চে বাম নেতারা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগ দাবি করেন। বলেন, যোগী সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। সীতারাম ইয়েচুরির কথায়, ''উত্তরপ্রদেশ সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনও অধিকার নেই। আমরা চাই ন্যায়বিচার।'' তিনি বলেন, ''এই জঘন্য অপরাধ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের নীরবতা, উত্তরপ্রদেশ সরকারের জবাব-- শাসকদলের চেহারা তুলে ধরে।''সমাজকর্মী তথা আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের কথায়, ''উত্তরপ্রদেশে গুন্ডারাজ চলছে। গ্রাম ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

কোনও সংবাদমাধ্যম বা বিরোধী নেতাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। নির্যাতিতার আত্মীয়দের মোবাইল কেড়ে নিয়েছে।'' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি তুললেন। যন্তরমন্তরের সমাবেশে কেজরি বলেন, ''এটা নিয়ে কোনও রাজনীতি কাম্য নয়।'' নির্যাতিতার পরিবারকে সাধ্যমতো সাহায্য করার জন্য সকলের কাজে তিনি আর্জি জানান। অরবিন্দ প্রশ্ন তোলেন, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মুম্বই বা দিল্লিতে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটে? বলেন, ''দেশে ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটা উচিত নয়। গোটা দেশ চায় দোষীদের কঠিন সাজা।'' অনেকেরই ধারণা, উত্তরপ্রদেশ সরকার দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। কেজরি সে প্রসঙ্গও তোলেন।

তার আগেই ভীম আর্মির প্রধান আজাদ টুইট করেন, ''আমি হাথরসে যাবই। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা, ন্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার আবহে রাজ্যে বিধিনিষেধ আরও শিথিল জারি হল বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। করোনা-র আবহে ত্রিপুরায় আরও শিথিল হল বিধিনিষেধ। অবশ্যই, কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় দেওয়ায় রাজ্য সরকারও বিধিনিষেধে শিথিল করতে পেরেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে আরও কিছু কার্যকলাপ খুলে দেওয়ার জন্য এবং কন্টেইনমেন্ট জোনে লকডাউন জারি রাখার ব্যাপারে কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির অধীন স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব ত্রিপুরাতে ১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর সময়ের জন্য রি-ওপেনিং গাইডলাইনস - ত্রিপুরা জারি করেছেন। এই নির্দেশিকা কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে কার্যকর হবে এবং কন্টেইনমেন্ট জোনে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকবে বলে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিবের এক আদেশে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কন্টেইনমেন্ট জোনে লকডাউন জারি থাকবে এবং জেলাশাসক এই জোনগুলির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। অজ্ঞাত উৎস থেকে সংক্রমিত কয়েকটা বাড়ি নিয়ে কন্টেইনমেন্ট জোন থাকবে সেখানে। ওই এলাকায় একমাত্র জরুরি প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ চালু থাকবে। কন্টেইনমেন্ট জোনে আসা যাওয়ার যান ও মানুষের চলাচলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও পরিষেবা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও জীবিকা সংক্রান্ত চলাচল চলবে। কন্টেইনমেন্ট জোনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং পরিষেবা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। রোগীদের সংক্রমণের ধারা নির্ণয়, বাড়ি বাড়ি নজরদারি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সর্বশেষ রোগী চিহ্নিত হওয়ার ১৪ দিন পর কন্টেইনমেন্ট জোন অরেঞ্জ জোন হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং সর্বশেষ রোগীকে ছুটি দেওয়ার পর কন্টেইনমেন্ট জোনের উপাধি তুলে নেওয়া হবে। শহর ও জেলাকে রোগ মুক্ত বলে ঘোষণা করা হবে একমাত্র সর্বশেষ রোগীর আর টি পি সি আর টেস্ট নেগেটিভ হওয়ার ২৮ দিন পর।

বিজ্ঞপ্তিতে কন্টেইনমেন্ট জোনের বাইরে আনলক নির্দেশিকাও ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে, সমস্ত রকম ব্যবসা বাণিজ্য, দোকান ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলতে পারবে। তবে দোকান, মার্কেট কমপ্লেক্স ও শপিং মলগুলি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খোলা থাকতে পারবে। যেসব দোকানের সামনে এক মিটারের কম প্রশস্ত জায়গা থাকে সেক্ষেত্রে এক সময়ে একজন মাত্র ক্রেতাকে ঢুকতে দেওয়া হবে। যেসব দোকানের সামনে দুই মিটারের বেশি জায়গা থাকবে সেখানে দু'জন ক্রেতা একসাথে ঢুকতে পারবে এবং বাকিরা তার পিছনে এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়াবে। বাজার এলাকা প্রতিদিন স্যানিটাইজ করতে হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

আন্তঃরাজ্য, আন্তঃজেলা এবং জেলার ভিতরে সরকারি ও বেসরকারি যান পরিষেবা চলাচল করতে পারবে। তবে সমস্ত যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। গাড়ির চালক, সহকারী ও যাত্রী সবাইকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের আন্দোলনে হামলা হুজ্জতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সিপিএমের আন্দোলনে হামলা হুজ্জতির অভিযোগ উঠল। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। এই ব্যাপারে সিপিএমের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রমাগত ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ সি পি আই (এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার কর্মসূচী নিয়েছিল। কিন্তু মিছিলটি বানচাল করতে শাসক দল বি জেপি নেতৃত্ব সকাল থেকে মহকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে দুর্বৃত্তদের জড়ো করতে থাকে।

থানা ও মহকুমা পুলিশ

তেলিয়ামুড়া

আধিকারিককে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। বি জে পির দুবৃত্তরা পার্টির মহকুমা অফিসের সামনে এসে হুমকি দিতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে পার্টি মহকুমা নেতৃত্ব আজকের মিছিলের কর্মসূচী স্থগিত করে দেন। কিন্তু বি জে পি'র দুর্বৃত্তরা পার্টি অফিসের সামনে কর্মসূচীতে যোগ দিতে আসা কর্মীদের ওপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় হিংস্র আক্রমণ চালায়। থানার ও সি পুলিশ-টি এস আর সহ সেখানে উপস্থিত থাকলেও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। এতে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা আরও আস্কারা পেয়ে যায় এবং গেট ভেঙ্গে মহকুমা পার্টি অফিস আক্রমণের চেষ্টা করে।

পার্টি অফিসের সামনে পার্ক করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আক্রান্ত ট্রাম্প ও মেলানিয়া

ওয়াশিংটন, ২ অক্টোবর (হি.স.)।। আশঙ্কাই সত্যি হল! কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প। শুক্রবার টুইট করে ট্রাম্প নিজেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। টুইট করে ট্রাম্প লেখেন, 'আজ রাতে, ফার্স লেডি এবং আমার করোনাভাইরাস রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অবিলম্বে আমরা কোয়ারেন্টাইন এবং সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করব।''

প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা হোপ হিকস। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অংশ হিসেবে গত মঙ্গলবারই জো বাইডেনের সঙ্গে টিভি বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের সঙ্গে এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে ক্লিভল্যান্ডে উড়ে গিয়েছিলেন উপদেষ্টা হিকসও। ফলে প্রেসিডেন্টেরও করোনা-আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিলই। প্রেসিডেন্টের সান্নিধ্যে আসায় আমেরিকার ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পেরও করোনা-সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। উপদেষ্টা হোপ হিকস করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পরই নিজেদের স্যাম্পেল পরীক্ষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার মধুপুরের রাবার বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ অক্টোবর।। বিশালগড় মহকুমার মধুপুর থানা এলাকায় এক দিনের সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার হয়েছে। শিশুটিকে মধুপুরের একটি রাবার বাগানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল।

রাবার বাগানের এক শ্রমিক শুক্রবার সকালে কাজ করতে গেলে শিশুর কান্না শুনতে পায়। তাতে কৌতুহল বাড়তে থাকে ওই শ্রমিকের মনে। এগিয়ে গিয়ে সে লক্ষ্য করে একটি সদ্যোজাত ফুটফুটে শিশু কান্না করছে। সঙ্গে সঙ্গে পরম স্নেহে ওই শ্রমিক শিশুটিকে উদ্ধার করে রাস্তায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার অন্যান্য লোকজনরাও। খবর পাঠানো হয় মধুপুর থানায়।

খবর পেয়ে মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসমে ধৃত রাজ্যের দুই এটিএম প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ অক্টোবর।। অসম পুলিশের হাতে আটক রাজ্যের দুই এটিএম প্রতারক।গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আজ পার্শবর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার পুলিশ পাথারকান্দি এসবিআই এটিএম কাউন্টার থেকে দুই এটিএম প্রতারককে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে।

ধৃত রাজ্যের দুই এটিএম প্রতারক। ছবি নিজস্ব।

পুলিশ আজই এদেরকে আদালতে সোর্পদ করলে তাদের ঠাঁই হয় জেল হাজতে।অসম পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে প্রতারণা জনিত মামলা নথিভুক্ত করেছে।ধৃত দুই অপরাধীদের মধ্যে একজন হল হাসান আলী (২৪)।পিতার মৃত নাজিব আলী।বাড়ি উত্তরের চুরাইবাড়ি থানাধীন বাঘন এলাকায়।এবং অপরজন ফরমুজ আলী (১৮)।পিতার হিফজুর রহমান।বাড়ি একই এলাকায়।পুলিশ এদের কাছ থেকে বেশকটি এটিএম কার্ড, নগদ সাত হাজার টাকা সহ দুটো মোবাইল সেট জব্দ করেছে।অসম পুলিশের স্বীকারোক্তিতে ধৃতরা তাঁদের অপরাধের কথা অকপটে স্বীকারও করেছে।সেই মর্মে পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫৪/২০২০(ইউ)(এস)(৪২০)/(৩৭৯)/(৪১৩)/(৩৪) আইপিসি ধারায় প্রতারনার মামলা নথিভুক্ত করেছে।এ মর্মে থানার ইন্সপেক্টর ওসি তানবীর আহমদ জানান যে ধৃত প্রতারকরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় এ ধরণের অপরাধ সংগঠিত করে এবার অসমে পাড়ি জমিয়ে পাথারকান্দিতে ঘাটি গড়ার উদ্দেশ্যে ছিল।ওরা এটিএম কাউন্টারের ভিড়ে সাধারণ মানুষকে সাহায্যের নাম করে কার্ড বদল করে পরে বদলকৃত কার্ডের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীকে নিগ্রহের প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। উত্তরপ্রদেশে এক তরুনীকে গণধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী নির্যাতিতার বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তর প্রদেশ পৌঁছলে তাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে শুক্রবার পোস্ট অফিস চৌমুহনিস্থিত কংগ্রেস ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস কর্মীরা।

অবশেষে পুলিশের বাধা দেয় এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহকারী ভাবে বরখাস্ত দাবিতে এই আন্দোলন কর্মসূচি

বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। পাশাপাশি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর উপর পুলিশ দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মদতে শারীরিক নির্যাতনের করা হয়েছে অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস।

এদিকে, বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী বিল এর প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধীর আদর্শ ও অহিংসার বাণী রাজ্যের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও অহিংসার বাণী রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ সমগ্র বিশ্বকে আলো দেখিয়েছে। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিলা অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও গ্রাম স্বরাজ। তিনি এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর মত, পথ ও আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দু'বছরব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর থেকে রাজ্যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে দুই বছরব্যাপী যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিলো আজ তার সমাপ্তি হলো।

এদিন, প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, সমগ্র

বিশ্বে ভারতকে যারা চেনেন ও জানেন তারা মহাত্মা গান্ধীকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখনও মহাত্মা গান্ধীর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সত্যের পূজারী। তিনি নারী-পুরুষের সমান অধিকার চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন গ্রাম স্বরাজ, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলা ক্ষমতায়ন। চেয়েছিলেন স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলতে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাত্মা গান্ধীর মত ও আদর্শ অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছেন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসে স্বচ্ছ ভারত নির্মাণ প্রকল্প চালু করেন। এই প্রকল্পে আজ দেশের বিভিন্ন গ্রামে, শহরে, স্কুলে, কলেজে বিজ্ঞানসম্মত শৌচালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ বিদ্যালয়গুলিতে আগের তুলনায় ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছেন। দেশের বুনিয়াদি শিক্ষাকে শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই দিশাকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন রাজনীতি করার জন্য সরকার নয়। সরকার হচ্ছে দেশ গড়ার জন্য। দেশ নির্মাণের জন্য। প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাগমায় নেশা সামগ্রী সহ পুলিশের জালে চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ অক্টোবর।। শুক্রবার রাত নয়টা নাগাদ বাগমা পুলিশ ফাঁড়ি থানার কর্তব্যরত পুলিশ চারজন ড্রাগ পাচারকারীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে।তারা একটি অল্টো গাড়ি নিয়ে আগরতলা থেকে শান্তির বাজারে যাচ্ছিলেন। তাদের নিকট কৌটা করে নিয়ে যাচ্ছেন এমন অনেক হিরোয়িন উদ্ধার করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন উদয়পুর বাগমা আউট পোষ্টের ও সি সুকান্ত দেব এবং বাগমা থানার পুলিশ। ধৃতদের রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসা হয় জিজ্ঞাসা করার জন্য। জিজ্ঞাসা বাদে বেরিয়ে আসবে ধৃতরা কোথা থেকে এগুলো এনেছে এবং কোথায় পাচার করবে। প্রসঙ্গত, লাকডাউন থাকাকালীন নেশা সামগ্রী চোরাচালান কিছুটা বন্ধ ছিল এখন আবার তা পুরো দমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২ ■ ৩ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১৬ আশ্বিন ■ শনিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিক্ষানীতির খসড়া

বিগত বৎসর জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম খসড়ায় উল্লিখিত ত্রি-ভাষা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছিল। খসড়ার একটি অংশ হইতে প্রতীয়মান হইতেছিল, সকল রাজ্যের জন্যই হিন্দি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিতেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শেষাবধি খসড়া কমিটির প্রধান কে কস্তুরীরঙ্গন জানাইয়াছিলেন, ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলেই এই রূপ প্রমাদ। বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইল, খসড়াটি স্থায়ী নীতির রূপ পাইল, কিন্তু হিন্দি চাপাইয়া দিবার অভিযোগটি রহিয়াই গেল। কিমাশ্চর্যম এই বারেও সরকার কর্তৃক সেই 'ভ্রান্ত ব্যাখ্যা'র তত্ত্বটিই শুনানো হইতেছে! প্রশ্ন হইল, যে শিক্ষানীতির অন্যতম স্তম্ভ মাতৃভাষায় লেখাপড়া, সেইখানে ভাষার প্রশ্নে পুনঃপুন এমন প্রমাদের সুযোগ থাকিবে কেন? বিশেষজ্ঞেরা খসড়ায় যে সংশোধন ও পরিমার্জনের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাকেই বা সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইল কেন? সরকার জানাইয়াছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালের সহিত সমস্ত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ রাজ্য মাতৃভাষায় লেখাপড়া করাইবার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, নূতন শিক্ষানীতি দেখিয়া সেই মন্ত্রীদের কণ্ঠেই হিন্দি চাপাইয়া দিবার আশঙ্কাটি শুনা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাসে কেন কাজ হইল না, কোথায় ফাঁক থাকিয়া যাইল, তাহা বুঝিতে হইলে নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার অভিমুখে নজর দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমত, ভারতের ন্যায় বহুভাষিক দেশে প্রতিটি রাজ্যের ভাষিক চিত্র স্বতন্ত্র। ভাষানীতি নিজ নিজ রাজ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে থাকিলে হিন্দি আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা অমূলক নহে, বিশেষত যেখানে 'জাতীয় ঐক্য'-এর যুক্তিটি হাজির। কয়েক দশক পূর্বে কেন্দ্রীয় ত্রি-ভাষা নীতির পাল্টা তামিলানাড়ুতে দ্বি-ভাষা নীতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী আন্নাদুরাই। নূতন শিক্ষানীতিটি খারিজ করিয়া তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন সেই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পলানীস্বামী। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ অহিন্দিভাষী রাজ্যেই তৃতীয় ভাষা শিখাইতে গিয়া বিতর্কের জন্ম প্রায় অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাউক। বাংলা ও ইংরাজি ব্যতীত তৃতীয় কোনও স্থানীয় ভাষা বাছিতে হইলে এতগুলি দাবিদার উঠিয়া আসিবে, যে তাহার নিষ্পত্তি করা প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে বিতর্ক এড়াইতে শেষাবধি হিন্দিকে বাছিয়া লওয়াই প্রশাসনের পক্ষে সহজ-স্বাভাবিক পথ। তৃতীয়ত, নূতন শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি অবধি আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা যাইবে, নবম শ্রেণি হইতে মাধ্যম হিন্দি বা ইংরাজি। ইহার অর্থ, উচ্চশিক্ষায় এত কাল নানা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পড়িবার যে সুযোগ ছিল, তাহা লোপ পাইতেছে। একমাত্র ভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দির প্রতিষ্ঠার পথই সুগম হইতেছে না কি?

ত্রি-ভাষা নীতির গলদটি আসলে গোড়ায়। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য নীতিটি তৈয়ার করিয়াছিল, তখন অহিন্দিভাষী রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষার সহিত হিন্দি ও ইংরাজি বাধ্যতামূলক করিবার কথা জানাইয়াছিল। তামিলনাড়ু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের ন্যায় রাজ্যের অসম্মতিতে তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। এই বারের পর্ব অধিক কুয়াশাচ্ছন্ন। ত্রি-ভাষা নীতি চালু করিয়াও বলা হইতেছে যে, হিন্দি বাধ্যতামূলক নহে। ভারত সামান্য বহুভাষিক দেশ নহে, ইহার বহু ভাষা সংবিধানস্বীকৃত, তাহা জাতীয় প্রতীকস্বরূপ। অতি সংবেদনশীল এই বিষয় লইয়া এই রূপ লুকোচুরি কূট সন্দেহ বাড়ায়। এত কাল নানা রাজ্যে প্রচলিত শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল, এক বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা শিখিতেও বাধা ছিল না। তবে আর নূতন করিয়া ত্রি-ভাষা নীতি কেন? দ্বি-ভাষা নীতির রাজ্যে খিড়কির দরজা দিয়া হিন্দি চাপাইয়া দিবার আশঙ্কাই থাকিয়া গেল।

একাধিক নতুন নিয়মের সাথে স্টার থিয়েটার খোলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স): করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল রাজ্যের সমস্ত সিনেমা হল। তবে, ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। পয়লা অক্টোবর থেকে রাজ্যের সমস্ত সিনেমা হল সহ বিনোদন মঞ্চ খুলে দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে ১৫ অক্টোবর থেকে গোটা দেশেই সিনেমা হল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। হল খোলার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি তুঙ্গে সিনেমা হল মালিকদের। খুলছে স্টার থিয়েটারও। তবে পাল্টে যাচ্ছে একাধিক নিয়ম।

হল খোলার অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক সিনেমা। আর সিনেমা দেখাতে গেলে তো হল খুলতেই হবে।কিন্তু করোনা আবহে সিনেমা হল খুলতে গেলে মানতে হবে একাধিক নিয়ম। আর সেই পথেই হাঁটছে উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার। সিনেমা হল খোলার আগে নিয়মিত চলছে জীবাণুমুক্তকরনের কাজ।এমনকি স্টার থিয়েটারে আপাতত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্যালকনিতে বসার ব্যবস্থা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রেয়ার স্টলের দু-পাশেই বেশ কিছুটা বসার ব্যবস্থা হলুদ রিবন দিয়ে চিহ্নিত করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রতি রো-তে দুটি করে আসন বাদ দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে আসনে দর্শকরা বসবেন সেই চেয়ারগুলো সবুজ কভার দিয়ে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে হলে ঢোকার মুখে গেটের বাইরে থার্মাল স্ক্রীনিং হবে জীবাণুমুক্ত করা হবে তারপরে ঢুকতে পারবে হলে। কিন্তু হলে মাস্ক ছাড়া প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

স্পন আয়রন কারখানা বন্ধের নোটিশ

বাঁকুড়া, ২ অক্টোবর (হি. স.) : বাঁকুড়ায় বন্ধ হয়ে গেল স্পঞ্জ আয়রন কারখানা । বৃহস্পতিবার বিকেলে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক এর নোটিশ ঝুলিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে কারখানায় কর্মরত ১২০০ শ্রমিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন। পুজোর মুখে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে তারা হতাশ।লকডাউন এর জেরে গত কয়েক মাস ধরে তাদের বেতন বকেয়া রয়েছে তার মধ্যেই কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সি আই টি ইউ। কারখানা খোলার ও শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও পুজো বোনাসের দাবি জানিয়ে ডেপুটি কমিশনার, জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি প্রদান করেছে সি আই টি ইউ।উল্লেখ্য ২০০৬ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন জুনবেদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বনকাটি গ্রামে বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ নামে স্পঞ্জ আয়রন কারখানার উদ্বোধন করেন।পরবর্তীকালে এই কারখানার বিদ্যুৎ উৎপাদন এর পাওয়ার প্লান্ট চালু হয়। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে ব্যাংকের বকেয়া না মেটানোয় এই কারখানাটিকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে কারখানার নাম বদল করে কনকাষ্টপাওয়ার অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নাম দিয়ে ফের চালু করা হয় কারখানা।সংস্থার নাম পরিবর্তিত হলেও মালিকানা রয়ে যায় একই শিল্পগোষ্ঠীর হাতে।

নৈ-রাজ্যপাল মন্তব্যের তীব্র নিন্দা লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): রাজ্যপালকে শুক্রবার নৈরাজ্যপাল বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তীব্র নিন্দা করলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "তৃণমূল এর বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়াতে তাদের এমন মন্তব্য"।

এদিন রাজ্যপালকে নিশানা করে ব্রাত্য বসু বলেন, "রাজনীতি এবং প্রশাসন, ব্যুরোক্রেসি কি করে একাকার করে দিতে হয় সেটা বিজেপি খুব ভালো করে জানে। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এই ধরনের কথাবার্তা বলে নিজের সাংবিধানিক পদ এর আগে নৈ শব্দ বসাচ্ছেন। নৈরাজ্যপাল হয়ে গিয়েছেন উনি"।

ওয়েইসিজি এবার তো বন্ধ করুন আদালতকে অসম্মান করা

প্রত্যাশিত ছিলই, বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় বিশেষ সিবিআই আদালতের রায়ের পরই কিছু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং কট্টরপন্থীরা বিরোধিতা করা শুরু করে দিয়েছে। এখন তাঁরা বলছে আদালতের রায় মোটেও সঠিক নয়। অর্থাৎ নিজেদের মনের বাইরে কোনও কিছু মানতে তাঁরা নারাজ। বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় ৩২ জন অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস করেছে বিশেষ সিবিআই আদালত। মাননীয় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ নেই। বাবরি ধ্বংস পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। কিছু অরাজক তত্ব মসজিদ ধ্বংস করেছিল। এই রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপির লৌহপুরুষ লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলি মনোহর জোশী, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উমা ভারতী-সহ ৩২ জন স্বস্তি পেয়েছেন। কংগ্রেস সরকার তাঁদের এই মামলায় অভিযুক্ত করেছিল। কেউ কি বলতে পারবেন এত বছর ধরে তাঁরা কতটা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন? কাদের জন্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে? তাঁদের এতদিন শুনতে হয়েছে, তাঁদের জন্যই নাকি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল। যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন, তাঁরা কী এখন ক্ষমা চাইবেন? সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছে, মসজিদে ওঠার সময় তাঁরাই শান্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক সুরেন্দ্র কুমার যাদব ২৩০০ পাতার রায়ে জানিয়েছেন, 'বাবরি মসজিদ ধ্বংস পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না, আচমকাই এমনটা হয়েছিল, এক্ষেত্রে কোনও অভিযুক্তের হাত ছিল না। এজন্য প্রত্যেককে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা হচ্ছে। কারও বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ নেই।' কিন্তু রায় ঘোষণা হতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে। দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি আঙুল তুলছে তাঁরা। বিশেষ সিবিআই আদালতের রায়কে সম্মান জানানোর পরিবর্তে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন-এর প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলতে শুরু করেছেন, "উমা ভারতী বলেছিলেন আরও একটা ধাক্কা দিন, বাবরি মসজিদ ভেঙে দিন, এটা কী কেউ শুনতে পাননি?" মসজিদ যখন ভেঙে পড়ছিল তখন এই সমস্ত নেতারা মিষ্টি বিতরণ করছিল ও মিষ্টিমুখ করছিল, সেটাও কী কেউ দেখতে পাননি?

কে ভাঙল আমার মসজিদ? তালা

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

কী এমনি এমনি খুলে গেল এবং মূর্তি নিজে নিজেই চলে এল? এই ধরনের কথা বলে প্রকাশ্যেই আদালতকে অসম্মান করছেন তিনি। অর্থাৎ নিজের পছন্দমতো রায়ের অপেক্ষায় ছিলেন ওয়েইসিজি। পছন্দমতো রায় ঘোষণা না হতেই তিনি ক্ষুব্ধ। এটাই তাঁদের ইসলামী গণতন্ত্র। ওয়েইসজি যদি আদালতের রায় ভালোভাবে পড়তেন তাহলে এভাবে চিৎকার করতেন না। মাননীয় বিচারপতি এটাও বলেছিলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা অশোক সিংঘল মসজিদ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কারণ ভিতরে রামের মূর্তি ছিল। আদালতের এই রায়ের দিকেও সকলের ধ্যান দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় হল, অশোক সিংঘলের মতো সন্ত পুরুষের উপর আক্রমণ শুরু করেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা।

তাহলে মসজিদ ভাঙল কে অথবা কারা? মসজিদ কারা ভেঙেছে সেই তদন্ত এবার হয়ে যাওয়া উচিত। অনেকেই বলছেন, কংগ্রেস পরিকল্পনামাফিক দাঙ্গার মাধ্যমে মসজিদ ভেঙেছিল যাতে উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। বাস্তবেই কী এই ধরনের ষড়যন্ত্র ছিল? এমনও বলা হচ্ছে যে, কংগ্রেস মসজিদ ধ্বংস করে বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের নেতাদের অভিযুক্ত করেছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল। ১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রাত দশটা নাগাদ বজরং দলের নেতা বিনয় কাটিয়ারের বাড়িতে ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। কাটিয়ারের বাড়িতে পৌঁছেছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী-সঙ্ঘের অন্যান্য নেতারা। সিবিআই নিজেদের তদন্তে বিনয় কাটিয়ারের নাম রেখেছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল। আদালত সিবিআই-এর এই যুক্তি মানেনি। বিনয় কাটিয়ার বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে প্রতীকী করসেবা নিয়ে পরিকল্পনা হয়েছিল। মসজিদ ধ্বংস করার মতো কোনও পরিকল্পনা ছিল না। বাবরি মসজিদের বিষয়টি এখন ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। বাবরি মসজিদের নামে মুসলিমদের লাগাতার উস্কানি দিচ্ছেন ওয়েইসিজি। কিছু দিন আগে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিল্যানাসের পরও আসাদুদ্দিন তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সর্নোল আইন বোর্ড চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে রাম মন্দির শিল্যানাসের পর নির্লজ্জের মতো উল্টোপাল্টা কথা বলেছিলেন ওয়েইসি এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সর্নোল আইন বোর্ড। তাঁরা কখনই চাইছে না ভারতের প্রগতি হোক এবং বিশ্বের মধ্যে সেরা হিসেবে উন্নীত হোক। মুসলিমদের ঠিকাদার করার অধিকারই বা কে দিয়েছে মুসলিম পার্সর্নোল আইন বোর্ডকে।

ওয়েইসি তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সর্নোল আইন বোর্ডের ভাষা ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায়েরও বিরোধিতা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যা যাওয়াতেই বেশি কষ্ট হয়েছে তাঁদের। যখন দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ইফতার পার্টির আয়োজন করতেন, তখন কী তাঁরা আপত্তি জানাত? এঁরা নেহেরুজিকে নিজেদের আদর্শ মনে করতেন। খুব ভালো ব্যাপার। কেউ তাঁর বিরোধী নয়। তিনি কুম্ভ স্নানের জন্য যেতেন এটা কী কেউ জানেন? গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতেন। ওয়েইসি এবং অন্যান্য সেকুলারবাদীরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে অনেক কথা বলেন। সংখ্যালঘুদের অধিকারও পাওয়া উচিত। কিন্তু, কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের অধিকারের বিষয়ে তাঁরা কেন চুপ। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টানদের প্রতি যে অত্যাচার চলছে, সে বিষয়ে তাঁরা কেন চুপ? জনসংখ্যার হিসেবে যদি দেখতে হয় অজলাফ (পিছিয়ে পড়া) এবং অরজাল (দলিত) মুসলমান ভারতীয় মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। ওয়েইসি যিনি নিজেকে মুসলমানদের মসিহ মনে করেন কখনও পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের স্বার্থে কথা বলেন না। বাবরি মসজিদ, উর্দু, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, পার্সর্নোল আইন বোর্ড প্রভৃতি ইস্যু উত্থাপন করেন ওয়েইসি।

এই ধরনের সংবেদনশীল ইস্যুর মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চাইছে ওয়েইসি, কিন্তু এই ধরনের নেতাদের থেকে সাবধান থাকা উচিত মুসলিমদের। কারণ ভারতে বসবাসকারী মুসলিমদের দেশও ভারত, পাকিস্তান অথবা আরব নয়!

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

পৃথিবী বুড়ো হচ্ছে, বয়স্কদের নিয়ে ভাবতে হবে এখন থেকেই

ত্রিদিব রঞ্জন ভট্টাচার্য

পৃথিবী বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ জনসংখ্যা তথ্য এই কথাই বলছে। দুনিয়া জুড়ে এই শতাব্দীর ধারই হল বয়স্ক, প্রবীণ-প্রবীণাদের সংখ্যাবৃদ্ধি। রাষ্ট্রসংঘের একটি পরিসংখ্যান বলছে ২০১৯-এ বিশ্বের জনসংখ্যার নিরিখে ১৯ জননের মধ্যে একজন ছিলেন ৬৫ বছরের উর্ধ্বের প্রবীণ। কিন্তু আগামী তিন দশক পরে ২০৫০- এ ৬ জনের মধ্যে একজন হবেন ৬৫ বছরের বেশি বয়সী। এখানে উল্লেখ আমাদের দেশে ৬০ বছর বয়েসে প্রবীণ, কিন্তু জনবিন্যাস নিয়ে আলোচনায় ৬৫ বছর বা তার বেশি হলেই প্রবীণ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। আবার গড় আয়ুর ব্যাপারটিও জড়িয়ে আছে এই হিসেবে নিকেশে। পৃথিবীর সব দেশেই মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। কিন্তু দেশে ইতিমধ্যেই গড় আয়ুর হার অনেকটা বেশি, কিন্তু দেশে বর্তমানে কম হলেও গড় আয়ু বৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজ হবে। ১৮৯০ সালে সুইডেন ৬৫ বছর পার হলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল ৫০ শতাংশের কম। এখম এই বয়েসীদের ৯০ শতাংশই আরও বেশিদিন পৃথিবীকে উপভোগ করছেন। আর গড় আয়ুবৃদ্ধি শুধুমাত্র উন্নত দেশেই সামাবদ্ধ নয়, সব দেশে প্রবীণদের সংখ্যা বাড়ছে।

গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়াতে বর্তমানে ১৭ টি দেশের জনসংখ্যার এক পঞ্চাংশ হলেন ৬৫ বছরের বেশি বয়েসী ২৯০০ সালে ১৫৫টি দেশের ৬৯ শতাংশই হবেন ৬৫ বছর ঊধ্বের প্রবীণ। অর্থাৎ প্রবীণদের সংখ্যাবৃদ্ধি সামাজিক জীবনে আনছে পরিবর্তন—আবার এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থনীতির ভালোমন্দ।

আজকের আলোচনার শুরুতেই ৬ জনের একজন বয়স্ক। যে তথ্যটি আমরা তুলে ধরেছিলাম তা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি গুরুত্ব আরও পরিস্কার হবে। ২০১৯-এর ছিলেন বিশ্বের প্রায় ৭০ কোটি ৩০ লক্ষ প্রবীণ, কিন্তু ২০৫০ এ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে দ্বিগুণ ১৫০ কোটি। বয়সের ভারে পৃথিবী আরও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে।

রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক দফতর জনসংখ্যার সম্ভাব্য ভবিষ্যতের যে ছবি তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা থেকে আরও কয়েকটি পরিসংখ্যান বৃদ্ধির প্রভাব সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলবে। আর অবশ্যই আমরা আসব আমাদের দেশের কথায়।

২০১৯-এ পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ছিল ২৬ কোটি ১০ লক্ষ। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াতে প্রায় ১২ কোটি। কিন্তু ২০২০ থেকে ২০৫০ মধ্যে প্রবীণ জনসংখ্যা হবে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ৫৭ কোটি ৩০ লক্ষ মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ২৯ কোটি ৬ লক্ষ ২০২০-২০৫০ এর মধ্যে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে যে দশটি দেশ এগিয়ে থাকবে তার মধ্যে নয়টি দেশই হল পূর্ব দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে বাড়বে সবচেয়ে বেশি ২৩ শতাংশ, এরপে সিঙ্গপুর ও তাইওয়ান (২১ এবং ২০ শতাংশ)।

বিশ্বের নিরিখে ২০১৫-২০-র মধ্যে ৬৫ বছরের পা দিয়েছেন এমন ব্যক্তিরা গড়ে ১৭ বছরবেশি বেঁচে থাকবেন। ২০৪৫-২০৫০ এই আয়ুবৃদ্ধির গড় ১৭ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৯ বছর।

বর্তমানে বিশ্বের মহিলারা গড়ে পুরুষদের চেয়ে ৪.৮ বছর বেশি বেঁচে থাকেন। কিন্তু আগামী তিন দশক পরে পুরুষ মহিলার গড় আয়ু হবে প্রায় সমান সমান।

তবে এই গড় আয়ু বৃদ্ধির বিষয়টি দেশভেদে বেশ ফারাক থাকবে। ২০৫০-এ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড এর মতো কয়েকটি দেশে গড় আয়ু বাড়বে ২৪ বছর। অন্যদিকে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এই বৃদ্ধির হার হবে ১৪ বছর।

ভারত ঃ এবার আমরা ভারতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখব।

বর্তমান ভারত অবশ্যই তরুণ প্রজন্মের। আর এজন্য আমরা বেশ প্রসন্ন। কিন্তু, তিনি দশক পরে তারুণ্যের ভারত থাকবে না। ২০৫০-এ ভারতে প্রবীণ প্রবীণদের সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার ২২.৪ শতাংশ।

বর্তমানে আমাদের গড় আয়ু ৬৯.৭৩ বা ৭০ বছর।

আমাদের দেশের নিজের বলছে -২০১১ এর জনগণে অনুসারে ভারতে প্রবীণ (৬০ বছর বা তার ঊধ্বে) জনসংখ্যা হল ১০ কোটি ৪০ লক্ষ। এণ মধ্যে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলা আর ৫ কোটি ১০ লক্ষ পুরুষ। রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা তহবিল এবং হেল্প ইন্ডিয়া জানিয়েছে ২০২৬ সালে বারতে বয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা পৌঁছে যাবে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষে।

অন্য আর একটি পরিসংখ্যান বলছে বয়স্ক জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে আর বাকি ২৯ শতাংশ শহরে।

বয়স্কদের ভার ২০৫০-এর যা দাঁড়াবে তা নিয়ে সতর্ক করতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ২০১৯-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আজকে রয়েছে ৭০ কোটি বয়স্ক মানুষ, কিন্তু ২০৫০ এ বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ৫ বছরের শিশুর চেয়ে দ্বিগুণ হবে, আর বয়স্কদের সংখ্যা বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়ানো কিশোর কিশোরীদেরও ছাপিয়ে যাবে।

চ্যালেঞ্জ ঃ বয়স্কদের ভার বাড়ছে প্রধানত দু'টি কারণে। একদিকে জন্মহার কমা, অন্যদিকে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি। আর এছাড়া বর্থমান তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে চলেছে প্রৌঢ়ত্বের পথে। তবে একথা সত্যি যে সব দেশে সব জনগোষ্ঠী একইভাবে এখ পথে বয়স্কের ভারে ন্যুব্জ হচ্ছে তা নয়। আর এজন্য বয়স্কদের নিয়ে ভাবনা চিন্তার পার্থক্য থাকা খুব স্বাভাবিক। যেমন, বর্তমানে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাধিক্য জাপানে। দেশের মোট জনসংখ্যার (১২ কোটি ৬৫ লক্ষ) ২৮ শতাংশই বয়স্ক (৬৫ বছরের ঊধ্বে) ইটালিতে এই হার হল ২২.৪ শতাংশ। আর আমরা এই অবস্থায় পৌঁছে যাব আগামী তিন দশক পরেই ২০৫০-এ।

পৃথিবী যতই বুড়িয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকরা এনিয়ে তত ভাবতে শুরু করেছেন। বয়স্কদের ভার যত বেশি হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা কমবে। কর্মজীবন থেকে যত সংখ্যক অবসর নেবেন তত সংখ্যাক নতুন কর্মপ্রার্থী হয়ত আসবে না। আমাদের দেশের কথা ভাবলে আজ এই ভাবনা বোকা বোকা মনে হতে পারে। অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা শ্রম ঘাটতিতে জাপানে আগামী দিনে জিডিপি অনেকটা নেমে যাবে। ভারত ফিলিপাইন্সের মতো কয়েকটি দেশে এই সময় হয়ত ঠিক বিপরীত চিত্র। কর্মসংস্থানের জন্য তরুণদের লম্বা লাইন। ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তি (১৫ থেকে ৬৪ বছর) আগামী দুই তিন দশক অর্থনৈতিক উন্নতি তরান্বিত করবে। কিন্তু জন্মহার হ্রাস গড় আয়ু বৃদ্ধি---এই ধারা বজায় রাখতে পাপেন না।

অর্থনৈতিক বয়স্কের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ধাক্কা খাবে সম্পদ সৃষ্টিতে। বয়স্করা তাদের সঞ্চয় ব্যয় করবেন দিন যাপন। নতুন সঞ্চয় কমতে শুরু করায় অর্থনৈতিক সম্পদে দেখা দেবে ঘাঁটতি।

বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপ বাড়বে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে। আর এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, সরকারি পরিকল্পনার রূপরেখা, অর্থ সংস্থানে আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। আর সেখানেই আসবে সরকারের ইচ্ছে, সাধ্যের প্রশ্ন। বর্তমান পরিকাঠামো এখনই সামলাতে পারে না পরের কথা ভাবলে তা কোন অবস্থাতেই থাকবে না।

বয়স্ক মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি আগামী দিনে আমাদের এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে--- একথা সত্যি। তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চাই দৃঢ়তা আর ভাবনা চিন্তার নতুনত্ব।

আমাদের আলোচনা শেষ করব বর্তমান আমাদের দেশে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে। এছাড়া ও বিভিন্ন রাজ্যে প্রবীণ/বয়স্কদের জন্য রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকটি যোজনা রয়েছে। (১) দারিদ্র্য সীমার নীচে যেসব বয়স্করা রয়েছেন তাদের জন্য আছে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় পেনশন যোজনা। (২) বয়স্কদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি (৩) বরিষ্ঠ মেডিক্লেম পলিসি (৪) রিভার্শ মর্টগেজ বিপরীত বন্ধকি প্রকল্প (৫) প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ইত্যাদি। এছাড়া বার্ধক্যভাতার মতো কিছু প্রকল্প।

বয়স্কদের কথা ভেবে কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এইমাত্র। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি একই বয়স্ক মানুষদের জন্য যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সারা বিশ্বের পরিসংখ্যান বলছে ২৪-৬৪ বছর বয়েসীর ওপর নির্ভরশীল বয়স্কের হার ১৬ শতাংশ, কিন্তু ২০৫০ এ হার বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২৮ শতাংশ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই হার আরও বেশি হবে বলে অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন। আর তখনই আসবে সামাজিক সংকট, আর্থিক সংকট।

আগামী দিনে বয়স্কদের এই ভার বহন করা নিশ্চয় এক বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে না এমন নয়। আর একজন্য প্রাথমিকবাবে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, পেনশন ব্যবস্থাকে ভাবতে হবে নতুন আঙ্গিকে। বয়স্ক কিন্তু কর্মক্ষম এদেরকে হাতিয়ার করতে হবে হাল্কা হাল্কা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। বয়স্কদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করতে হবে এখন থেকেই ৩০ বছর পরে নয়। আর এ ব্যাপারে জাপান কিন্তু ২০০০ সালে থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে দীর্ঘকাল পরিচর্যা সেবা বিমা প্রল্প কর এবং ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিদের প্রিমিয়ামে তৈরি করা হয় তহবিল যেকান থেকে বয়স্কদের পরিবারের বাইরে সার্বিক পরিচর্যার সুবিধা মেলে। এই ধরনের কোন যোজনা প্রকল্প চালু করতে গেলে আজকেই তা নিয়ে ভাবতে হবে। আজ তিরিশের যুবক ২০৫০-এ কিন্তু প্রবীণ। দুঃখের কথা কোন মহলেই এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা আছে বলে মনে হয় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সরকারের বিরুদ্ধে কালো ধারন করে এসেম্বলি অব জার্নালিস্টস এর উদ্যোগে প্রতিবাদ। ছবি- নিজস্ব।

হাফলঙে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু শাখার বিক্ষোভ

হাফলং (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রকল্পের অধীনে ৫০০ কোটি টাকার বৃহৎ কেলেঙ্কারি এবং রাজ্যে এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসজনিত ঘটনার বিরুদ্ধ আজ শুক্রবার হাফলঙে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু শাখা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তাঁরা হাফলঙে জেলাশাসক পল বরুয়ার সরকারি বাসভবনের সামনে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি সংগঠিত করেছেন।

আজ ছিল গান্ধী জয়ন্তী। হাফলং রাজীব ভবনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বেলা ১.০০টা নাগাদ হাফলং রাজীব ভবন থেকে জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ ও জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে জেলাশাসক পল বরুয়ার সরকারি বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। পরে জেলাশাসক পল বরুয়ার মাধ্যমে অসমের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে লেখা এক স্মারকলিপি প্রদান করেছেন প্রতিবাদীরা। তবে জেলাশাসক পল বরুয়া জেলার বাইরে থাকায় কংগ্রেস নেতৃত্ব স্মারকলিপি তুলে দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট হেমাঙ্গ নবিসের হাতে।

রাজ্য কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগের সাধারণ সম্পাদক বিজয় তেরন সাংবাদিকদের বলেন, সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকার যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংগঠিত হয়েছে অবিলম্বে এই কেলেঙ্কারির সিবিআই তদন্ত করতে হবে। তাছাড়া এই বৃহৎ কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে কংগ্রেস দল সমগ্র রাজ্য জুড়ে তীব্র জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন বিজয় তেরন। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের হাথরস দলবদ্ধ ধর্ষণ নিয়ে প্রতিবাদী জনতার কণ্ঠ রোধ করার জন্য উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্য নাথ সরকার যে পথ অবলম্বন করেছে এবং বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে হাথরস যাওয়ার পথে যে ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে এর তীব্র নিন্দা ও ধীক্কার জানিয়ে বিজয় তেরন বলেন, ধর্ষণকারীদের শাস্তি না দিয়ে প্রতিবাদকারীদের অন্যায় ভাবে দুর্ব্যহার করা হচ্ছে। এভাবে যদি বিজেপি সরকার আমাদের বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে তা হলে ভবিষ্যতে দেশে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে বিজেপি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন বিজয় তেরন।

অন্যদিকে রাজ্যে সংগঠিত এসআই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি সরকার অসমকে দুর্নীতি মুক্ত করার কথা বললেও পুলিশের এসআই পরীক্ষা কেলেঙ্কারিতে বিজেপি নেতাই জড়িত রয়েছেন। ইতিমধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রাজ্যের অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পূর্ত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করেছেন ডেনিয়েল লাংথাসা।

কাছাড়ের চন্দ্রনাথপুর পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজে দুর্নীতি, তদন্তের দাবিতে জেলাশাসককে স্মারকপত্র

বড়খলা (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার বড়খলা উন্নয়ন খণ্ডের চন্দ্রনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-তে গ্রামোন্নয়নের কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। চন্দ্রনাথপুর জিপির বিজেপি মহিলা নেত্রী তথা সমাজ সেবিকা রুবি চক্রবর্তী সহ বহু মানুষের অভিযোগ, বরাক উপত্যকার অন্যান্য উন্নয়ন খণ্ডের তুলনায় বড়খলা ব্লকে লাগামহীন দুর্নীতি হয়েছে। চন্দ্রনাথপুর জিপির বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের জোরালো দাবি জানিয়ে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন ক্ষুব্ধ জনগণ।

তাঁদের অভিযোগ, জিপি সচিব পুলক দাস একই সঙ্গে বড়খলা উন্নয়ন খণ্ডের হিসাব রক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন। নেতা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্কের বাহাদুরি দেখিয়ে চন্দ্রনাথপুর জিপি সচিব পুলক দাস, সভাপতি গণেশ সিং ছেত্রি ও কারিগরি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার সুমিত সিংহকে নিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার কাজের নয়ছয় করা হয়েছে। এছাড়া পিএমএওয়াই, অরুণোদয়, জবকার্ড বিলির নামেও ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে। বিধায়ক কিশোর নাথের ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে তছরূপ করা হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ।

এদিকে চন্দ্রনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা সমাজসেবী সুব্রত ধর জিপি এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কোনও কাজ না করে টাকা হাপিস করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে জিপি সচিব সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে দুর্নীতি নিবারণ শাখার এডিজিপি-র কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

উল্লেখ্য, জিপি সচিব তথা বড়খলা উন্নয়ন খণ্ডের হিসাব রক্ষক পুলক দাসকে বেশ কয়েক মাস আগে উন্নয়ন খণ্ড থেকে বদলি করা হয়েছে। কিন্তু চন্দ্রনাথপুর জিপির সচিবের দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি এখনও রহস্যজনক কারণে বড়খলা ব্লকের হিসাব রক্ষকের পদ সামলাচ্ছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন রুবি চক্রবর্তীরা। তাঁরা ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের 'দেব-ও না আর নেব-ও না' স্লোগান শুধু সাইনবোর্ডসর্বস্ব স্বচ্ছ শাসন প্রণালীর বাণী!

পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণ দ্রুত বৃদ্ধির অভিযোগ এনে দোষীদের ফাঁসির দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ক্রমাগত মহিলারা নরপিশাচদের লালসার শিকার হচ্ছে তাতে এই রাজ্যের মহিলা সুরক্ষা এক বিরাট সংকটের মুখে। শুক্রবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) তরফে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে সংগঠনের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, "গত এক সপ্তাহে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩ টি নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে ৭ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ৩৫ বছরের মহিলাও রেহাই পায়নি। প্রথমটি,গত ২৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে,দুপুর ২ টায় চন্দ্রকোনা রোডের নবকলা তে এক ৭ বছর বয়সী শিশু কন্যা কে শারীরিক নির্যাতন ও যৌন হেনস্থা করা হয়। অভিযুক্ত আসাদুল্লাহ খাঁন(নাদু)।

ধৃত ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনও আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি।

দ্বিতীয়টি, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে রাতে চন্দ্রকোনা রোডের মাংরুল এলাকার এক ৩৫ বছরের মহিলা প্রতিমা মালিক কে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ ১লা অক্টোবর সকালে চাষের ক্ষেতে তার দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন। গত কাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আবারও হাড় হিম করা দৃশ্য ধরা পরল ডেবরা ব্লকে ৬ নম্বর জালিবান্দা অঞ্চলের চন্ডিপুর গ্রামে। এক অজ্ঞাত যুবতীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় মাঠের মধ্যে। বিদ্যার্থী পরিষদ এই সমস্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

এবং যেভাবে বারংবার এই রাজ্যের মহিলারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তাতে অবিলম্বে সমস্ত দোষীদের চিহ্নিত করে ফাঁসি দিতে হবে।"

প্রদেশ ছাত্রী প্রমুখ পায়েল ধর বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মনে রাখবেন প্রত্যেকটা ধর্ষণের ঘটনায় বারংবার আপনার নিশ্চুপ ভূমিকা প্রমাণ করে আপনি মহিলা জাতির কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নন। মহিলা হয়ে মহিলা সম্মান, সুরক্ষা না দিতে পারেন তাহলে প্রতিবাদ হবে রাজপথে, প্রশাসনকে দিয়ে আটকাতে পারলে আটকে নেবেন।আপনার স্বেচ্ছাচারীতা ও স্বৈরাশাসনের বিনাশ হবে এই রাজ্যের নারীদের হাতেই।'

দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার জানান-'বাংলার নারী সুরক্ষার ব্যাপারে মাননীয়ার উদাসীনতার ফলস্বরূপ আজকের এই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মাননীয়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনা নিয়ে যতটাই সরব, ততটাই নিরব নিজের রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে। এই সরকারের শাসনকাল বাংলা তথা বাঙালির কাছে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

অসমে আরও একটি নয়া রাজনৈতিক দল, ভূমিষ্ঠ কৃষক মুক্তির নেতৃত্বে কথিত ৭০টি সংগঠনের সম্মিলিত 'রাইজর দল'

গুয়াহাটি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে নয়া আরও একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশক ঘটেছে। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে কথিত ৭০টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ আজ শুক্রবার জন্ম দেওয়া হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল 'রাইজর দল', বাংলায় তর্জমা করলে 'জনতার দল'।

গুয়াহাটি মহানগরের খ্রিস্টানবস্তিতে অবস্থিত হোটেল গেটওয়ে গ্যান্ডে সব সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতি নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করেছেন জাহ্নু বরুয়া। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সর্বেসর্বা অখিল গগৈকে প্রধান উপদেষ্টা, জাহ্নু বরুয়া, ড় হিরেন গোহাঁই, ড় নগেন শইকিয়া, উদয়াদিত্য ভরালি সহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেষ্টা এবং অরূপ বরবরাকে নবগঠিত দলের মুখ্য আহ্বায়ক পদে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া ৭০টি সংগঠন থেকে একজন করে নেতাকে রাইজর দল-এর আহ্বায়ক হিসেবেও চয়ন করা হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা)-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন কৃষক নেতা অখিল গগৈ। তার পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রুজু করা হয়। একাধিক মামলায় গত নয় মাস ধরে জেলে আটক রয়েছেন কৃষক নেতা অখিল গগৈ। কৃষক নেতার বিরুদ্ধ মাওবাদীর সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগও তুলেছে এনআইএ।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স):আর কয়েকদিন পরেই পুজো। কিন্তু এখনও শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য অজানা ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে কাবু শহর। তবে এরই মাঝে শহরবাসীর সুরক্ষায় রত কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে শুক্রবার জীবাণুমুক্ত কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

যত সময় বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। তবে করোনাকে ভয় না পেয়ে নিজের কাজের রত কলকাতা পুলিশ। এই আতঙ্কের মাঝেই কোনও কিছুর পরোয়া না করেই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। জনগণকে করোনা সংক্রমণ থেকে সচেতন করা থেকে মাস্ক বিলি খাদ্য বিলি সবটাই করেছে কলকাতা পুলিশ। সে সবার মাঝে করোনা রেয়াদ করেনি পুলিশদেরও। করোনা থাবা বসিয়েছে একাধিক থানায়। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিজেদেরকে সুস্থ রাখতেই হবে। আর তাই কলকাতা পুলিশের থানার পাশাপাশি জীবাণুমুক্ত করা হলো কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

ময়নাগুড়িতে করোনা আক্রান্ত আরও ২০

ময়নাগুড়ি, ২ অক্টোবর (হি. স.) : : গত ২৪ ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে আরও ২০ জনের শরীরে করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল। শুক্রবার ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আক্রান্তরা শহর এবং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

ময়নাগুড়িতে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭২৪। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও ইতিমধ্যে অধিকাংশই সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসুনিয়া বলেন, 'আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। সব জায়গায় লালার নমুনা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সকলেই যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন সেই আবেদন জানানো হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে।'

রায়গঞ্জে স্থাপন হল মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর ব্রোঞ্জ মূর্তি

রায়গঞ্জ, ২ অক্টোবর (হি. স.) : প্রয়াত উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপন করা হল। শুক্রবার রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় মূর্তিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলের জন্য উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুশীল কুমার গোস্বামী, প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান স ন্দীপ বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২০ নভেম্বর দিল্লিতে মৃত্যু হয় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর। এরপর বিমানে করে তাঁর মরদেহ রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয়। ছয়ের পাতায়

শুক্রবার আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নেন বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবার কংগ্রেস ভবনে মহাত্মা গান্ধীর ১৫১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের হাতে গুয়াহাটির জাজেজ ময়দানে প্রাইজমানি অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

গুয়াহাটি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির জাজেজ ময়দানে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল অসম অ্যাথলেটিক্স সংস্থা, ক্রীড়া অধিকরণ এবং অসম ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রাইজমানি অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনেই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়েছে।

করোনা-সৃষ্ট পরিস্থিতিতে দেশে এই প্রথম এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যের ৩১টি জেলার ১৩২ জন অ্যাথলিট পাঁচটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় নামবেন। বিজয়ীদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীকে যথাক্রমে ১০ হাজার, ৬ হাজার এবং ৪ হাজার টাকা করে নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে বাপুজির প্রতিমূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল প্রদত্ত ভাষণে বলেন, কোভিড সৃষ্ট এই জটিল পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিভাগের বেঁধে দেওয়া বাধানিষেধ মেনে খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের দেখে দেশের ক্রীড়া জগতের অন্যান্য খেলোয়াড়রা উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হবেন। এতদিন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল ক্রীড়া জগতের পরিবেশ। আজ থেকে আবার প্রাণ পাবে। এভাবেই আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে অসমের বিভিন্ন স্থানে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ সাপেক্ষে ৫০০টি খেলার ময়দান আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও আন্তঃচা-বাগান কাপ প্রতিযোগিতার মতো শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের কমিশনার-সচিব ড় এম অঙ্গমুথু, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, অসম অলিম্পিক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্য পর্যায়ের ছাত্র ও যুব কল্যাণ উপদেষ্টা সমিতির সদস্য-সচিব লক্ষ্য কেঁ ওর উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিজেদের বক্তব্য পেশ করেছেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সদস্য ভুবনেশ্বর কলিতা, গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কুইন ওজা, বিধায়ক ঋতুপর্ণ বরুয়া, স্পোর্টস অথরিটি অব আসাম-এর অধিকর্তা প্রধান ওমকারমল কেডিয়া, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের অধিকর্তা ধর্মকান্ত মিলি, প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় গিলবার্টসন সাংমা, প্রাক্তন আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট তৈবুন নেসা, তুংলাই নার্জারি সমেত ক্রীড়া জগতের সঙ্গে জড়িত আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পর্যটকদের জন্য শুক্রবার থেকে খুলে গেল মানস জাতীয় পার্ক

বাকসা (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : অতিমারি করোনার দাপটে দীর্ঘ ছয় মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর অবশেষে পর্যটকদের জন্য শুক্রবার থেকে খুলে গেল ভূটান সীমান্তবর্তী বডোল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওনের অন্তর্গত মানস জাতীয় পার্ক। তবে অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে সরকারের বেঁধে দেওয়া সমস্ত বিধিনিষেধ মেনেই প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে পার্কের গেট।

পার্কে ঢোকার সময় কোনও ব্যক্তির সর্দি, কাশি, জ্বরের কোনও উপসর্গ থাকলে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। জঙ্গল ঘুরে দেখতে জিপ সাফারিতে একসঙ্গে তিন জনের বেশি যাত্রী ওঠার অনুমতি নেই। মুখে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক, মানতে হবে সামাজিক দূরত্ব, জানিয়েছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। উদ্যান কর্তৃপক্ষের কাছে জানা গেছে, গত বছর ৪২ হাজার ৭৭৩ জন দেশি পর্যটকের কাছ থেকে ৮৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৩৯ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। অন্যদিকে, ৬২৮ জন বিদেশি পর্যটকের কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ২৬৩ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। পার্শবর্তী দেশ ভুটান থেকে আগত যানবাহনের এন্ট্রি পাস থেকে সর্বমোট ৯৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৬৭ টাকা সংগ্রহ হয়েছে। তবে এবার করোনার বলে এত পরিমাণের অর্থ আদায় না-ও হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন কর্তৃপক্ষ।

উদ্বোধন হল সৃষ্টিশ্রী মেলার, চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর আগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হল সঠিক গুণমান অথচ খুব কম দামে সুন্দর জিনিস কেনার 'সৃষ্টিশ্রী মেলা'। শুক্রবার দক্ষিণ কলকাতায় ঢাকুরিয়ায় মেলার উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

ভাষণে সুব্রতবাবু বলেন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে এই সৃষ্টিশ্রী মারকেটিং হাব গত বছর পুজোর আগে আমরা উদ্বোধন করেছিলাম। এখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার স্বনির্ভর দলের সদস্যদের নিজেদের হাতের তৈরি সুন্দর সুন্দর সব জিনিস সারাবছর বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এখানে আপনি পাবেন বালুচরি, তসর, সিল্ক, কাঁথাস্টিচ, লিনেন, হ্যান্ডলুম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনার শাড়ি বিশাল সম্ভার। এছাড়াও এখানে পাওয়া যাবে কুর্তা, পাঞ্জাবি, সালোয়ার, ডিজাইনার গামছা, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র, ইত্যাদি আরও বিভিন্ন সামগ্রী থেকে শুরু করে জেলাভিত্তিক বিশেষ বিশেষ জিনিস ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পাকিস্তান সরকার কিনছে রাজ কাপুর ও দীলিপ কুমারের বাড়ি

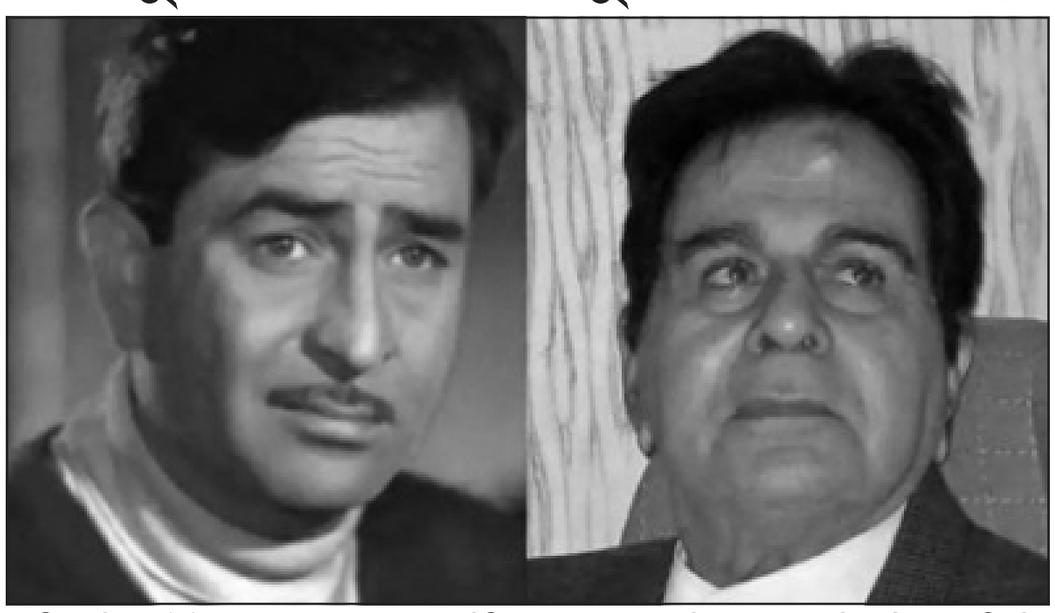

ভারতীয় চলচ্চিত্রের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম রাজ কাপুর ও দিলীপ কুমার। দুজনেরই জন্ম পাকিস্তানের পেশোয়ারে। ১৯৪৭ সালে ভারত আর পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় এই দুই অভিনেতা ভারতে চলে যান। সাদাকালো থেকে রঙিনটানা কয়েক দশক হিন্দি চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় সফলভাবে রাজত্ব করেন।পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়াতে রয়েছে এই দুই বলিউড কিংবদন্তির পৈতৃক বাড়ি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবন দুটিকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে। বাড়ি দুটিতে তৈরি করা হবে স্মারক ভবন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রদেশটির বড় শহর পেশোয়ারের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই দুই ভবন কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বাড়ি দুটির বর্তমান মালিক স্থানীয় দুই ব্যক্তি। পেশোয়ারের কিসা খোয়ানি বাজার এলাকায় দুটি বাড়িই ভগ্নদশা। তবে পদ্মভূষণজয়ী 'ট্র্যাজেডি কিং' দিলীপ কুমারের পারিবারিক বাড়িটির অবস্থা বেশি খারাপ। একটি ব্লগপোস্টে অমিতাভ বচ্চন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন দিলীপ কুমারকে। ভবন দুটিকে ইতিমধ্যে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) খবরে বলা হয়েছে, দেশভাগের আগে তৈরি হওয়া ২৫টি ভবন কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে খাইবার পাখতুনখাওয়ার প্রাদেশিক সরকার। ওই সরকার মোট ৭৭টি ভবন সেখানকার জাতীয় ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ৫২টি ভবন সরকারের মালিকানায় আছে। বাকি ২৫টি আছে স্থানীয় কিছু অধিবাসীর মালিকানায়। এই ২৫ ভবন এবার কেনার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাদেশিক সরকার। ২৫টি ভবনের মধ্যেই রয়েছে রাজ কাপুর ও দিলীপ কুমারের পূর্বপুরুষের বাড়ি।

বাড়ি দুটি ভেঙে নতুন করে বানানো হবে। আর সে জন্য এর বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে সরকার বাড়িটি কিনে নেবে।

এর আগে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ ১১টি ফিল্মফেয়ারজয়ী রাজ কাপুরের বাড়িটি খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ সরকারের কাছে বিক্রি করতে ২০০ কোটি টাকা দাবি করেছেন এর বর্তমান মালিক আলী কাদর।

সরকারকে দুই দফায় পারিশ্রমিক দিতে হবে। বাড়ি দুটির বর্তমান দুই মালিককে এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগকে নতুন করে এই বাড়ি ভেঙে বানানোর জন্য। ১৯১৮ সালে রাজ কাপুরের 'কাপুর হাভ্যালি' ও ১৯২২ সালে দিলীপ কুমারের বাড়িটি বানানো হয়। ২০১৪ সালে বাড়ি দুটিকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালে ঋষি কাপুর ভারত সরকারকে রাজ কাপুরের বাড়িটিকে জাদুঘর বানাতে অনুরোধ করেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছিল। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে কাজ শুরু করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগে গেল।

'অন্ধকার জগতে' শ্রীদেবীর মেয়ে জাহ্নবী

ক্যারিয়ারের প্রথম ছবিতে নরম, হাসিখুশি রাজস্থানি এক তরুণীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল জাহ্নবী কাপুরকে। শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত 'ধড়ক' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর। এবার অন্ধকার জগতের এক কুখ্যাত বাসিন্দার চরিত্রে দেখা যাবে শ্রীদেবী কন্যাকে। প্রযোজক আনন্দ এল রাইয়ের আগামী ছবিতে ড্রাগ মাফিয়া হিসেবে দেখা যাবে তাঁকে। বলিউডে পা রাখার পর থেকে 'স্বজনপোষণ' শব্দটি ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে জাহ্নবীকে। অনলাইন দুনিয়ার আক্রোশ বারবার সামলেছেন তিনি। করণ জোহর প্রযোজিত 'গুঞ্জন স্যাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল' ছবিতে অভিনয় দিয়ে নিন্দুক আর সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে পেরেছেন জাহ্নবী। ভারতীয় বিমানসেনার প্রথম নারী বৈমানিকের চরিত্রে অভিনয় করে সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন তিনি। এবার জাহ্নবী তাঁর ইমেজ ধুয়ে-মুছে সাফ করে এক অন্য ধারার চরিত্রে আসতে যাচ্ছেন।

'তনু ওয়েডস মনু', 'মনমর্জিয়া', 'রঞ্জনা'-এর মতো ছবিগুলোর প্রযোজক আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন জাহ্নবী। দক্ষিণ ভারতের সুপারহিট ছবি 'কোলামাভু কোলিলা'র রিমেক হিসেবে তৈরি হতে যাচ্ছে ছবিটি। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন নেলসন দিলীপ কুমার। দক্ষিণি এই ছবির নায়িকা ছিলেন নয়নতারা। রিমেক ছবিতে নয়নতারার জায়গাতেই দেখা যাবে জাহ্নবীকে। অপরাধ জগৎ নিয়ে নির্মিত ছবিটি এক তরুণীকে কেন্দ্র করে, যে অল্প সময়ে অর্থ উপার্জনের লোভে মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে জড়িয়ে পড়ে তার পুরো পরিবার। রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা এই ছবি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী আনন্দ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ছবির শুটিং শুরু হবে। দক্ষিণের এই রিমেক ছবিটি পরিচালনা করবেন সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত। এর আগে 'ওয়ে লাকি, লাকি ওয়ে', 'অগ্নিপথ', 'হার্টলেস' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ। তাই পরিচালক হিসেবে সিদ্ধার্থের এটা হবে অভিষেক ছবি।

এদিকে নির্মাতা বনি কাপুর মেয়ে জাহ্নবীকে নিয়ে 'বোম্বে গার্ল' ছবির ঘোষণা দিয়েছিলেন। আপাতত বন্ধ রয়েছে সেই প্রকল্প। 'বোম্বে গার্ল' ছবিটি এক বিদ্রোহী কিশোরীর জীবনের ওপর নির্মিতব্য। ছবিটি পরিচালনা করবেন সঞ্জয় ত্রিপাঠী। জাহ্নবীকে নিয়ে বনি কাপুর আরও একটি ছবি নির্মাণের কথা ভেবেছেন। সেই ছবিটি মালয়ালম ছবি 'হেলেনে'র রিমেক। কিন্তু এই ছবির কাজও এগোয়নি। দীনেশ ভিজানের ভৌতিক-হাসির ছবি 'রুহি আফজানা' মুক্তির জন্য প্রস্তুত। সেখানে জাহ্নবীর সঙ্গে রাজকুমার রাওকে দেখা যাবে।

রিয়াকে নিয়ে বায়োপিক

বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনীভিত্তিক ছবি নির্মাণে আগ্রহী হয়েছিলেন বলিউডের অনেক নির্মাতা। এবার সুশান্তের প্রেমিকা এবং মাদকসংশ্লিষ্টতার দায়ে অভিযুক্ত রিয়া চক্রবর্তীর জীবনের ওপর ছবি নির্মাণের কথা ভাবছেন বলিউডের বেশ কিছু প্রযোজক।

চার মাস ধরে ভারতে অন্যতম আলোচিত নাম রিয়া চক্রবর্তী। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের নানা পর্ব বেরিয়ে পড়েছে। সুশান্তের মৃত্যু ঘিরে একদল যেমন রিয়াকে গালাগাল করছে, তেমনি আরেক দল এই বলিউড নায়িকার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে। বলিউডের অনেক নায়িকাই রিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। বেশ কিছু নির্মাতার মতে, রিয়ার জীবনে অনেক চড়াই-উতরাই আছে। একটা চমৎকার 'হিট' সিনেমার গল্পের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবই আছে ২৮ বছর বয়সী রিয়ার জীবনে।

জেল থেকে রিয়া চক্রবর্তী ছাড়া পেলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন এই নির্মাতারা। রিয়াকে নিয়ে প্রকাশিত সব তথ্য তাঁরা টুকে রাখছেন। সেগুলোর সমন্বয়ে প্রাথমিক চিত্রনাট্য নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। বলিউডের বেশ কিছু প্রযোজক রিয়ার জামিনের অপেক্ষায় আছেন। রিয়া জেল থেকে ছাড়া পেলেই তাঁর অনুমতি নিয়ে বায়োপিক নির্মাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাঁরা।

এদিকে রিয়াও তাঁর জীবন নিয়ে একটা বই লেখার কথা ভাবছেন। এই বইতে তিনি নিজের কথা খোলা মনে বলতে চান। গত মঙ্গলবার রিয়ার সাত ঘণ্টা সওয়াল-জবাব হয়েছে আদালতে। তারপরও জামিন মেলেনি। জামিন পাননি তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তীও। তাঁদের জামিনের আবেদন স্থগিত রেখেছেন মুম্বাই হাইকোর্ট। ফলে আরও কিছুদিন তাঁদের জেলখানায় থাকতে হবে। তবে কত দিন, তা এ মুহূর্তে বলা অনিশ্চিত।

'বিলির মহাতারকা হওয়ারই কথা ছিল'

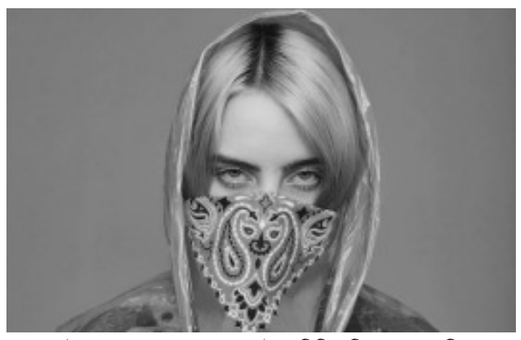

পপতারকা বিলি আইলিশ একের পর এক রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন। কত কম সময়ে, কতবড় তারকা হওয়া যায় তার অনন্য উদাহরণ বিলি। ৬২তম গ্রামি অ্যাওয়ার্ডের রাতে সেরা নতুন শিল্পী, সেরা গান, সেরা রেকর্ড আর সেরা অ্যালবামসব কটি পুরস্কার উঠেছে বিলির হাতে।

এবার রেকর্ড করেছেন বন্ড সিরিজের 'সবচেয়ে জনপ্রিয় থিম সং' গাওয়ার তকমা পেয়ে। বন্ড সিরিজের ২৫তম সিনেমা নো টাইম টু ডাই-এর থিম সং মুক্তি পায় চলতি বছরের গোড়ার দিকে। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে টপচার্টে চলে আসে এটি। দীর্ঘদিন টপচার্টে থেকে বন্ড সিরিজের সবচেয়ে জনপ্রিয় থিম সংয়ের রেকর্ড গড়ে এটি। শুধু তা—ই নয়, সবচেয়ে কম বয়সে বন্ড সিরিজের 'থিম সং' গেয়েও রেকর্ড গড়েছেন এই শিল্পী।

করোনা না থাকলে এই সময় বিলি থাকতেন 'হোয়ার ডু উই গো'—এর ওয়ার্ল ট্যুরে। লকডাউনে কাটানো জীবনযাপন নিয়ে বিলি আর তাঁর গীতিকার ও সংগীত প্রযোজক বড় ভাই ফিনেল ও'কনেল দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গণমাধ্যমে। লকডাউনে কী করলেন বিলি?

এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রচারবিমুখ আর লাজুক বিলি জানান, 'অন্যরা অনেক কিছু করেছে। কিন্তু আমি বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। লকডাউন শুরুর আগের দুই বছর খুবই ব্যস্ততা গেছে। তাই লকডাউনের প্রথম দুই সপ্তাহ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু তা ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ায় সবকিছুই কেমন যেন স্থবির লেগেছে।'

ফিনেল জানান, লকডাউনের শুরুতে বিলি রাস্তা থেকে একটি পোষ্য কুকুর উদ্ধার করেছেন। আরেকটি কুকুর বিলির আগে থেকেই ছিল। কুকুর দুটো লালন—পালন করে কেটেছে বিলির দিন। এ ছাড়া ফিনেলের ঘরটাকে দুই ভাই—বোন মিলে বানিয়ে ফেলেছেন স্টুডিও। সেখানেই চলেছে নতুন গান নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

নিজের বোনের প্রশংসা করে ফিনেল বলেন, বিলির চমৎকার আর ঐশ্বরিক একটা কণ্ঠ আছে। তাঁর নিজস্ব আর সবার থেকে আলাদা করার মতো ফ্যাশন সেন্স আছে। তাঁর তো মহাতারকা হওয়ারই কথা ছিল।৬২তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের রাতে মাত করে দিয়েছিলেন ১৮ বছরের বিলি আইলিশ। দুই হাত ভর্তি করে সেরা চার ক্যাটাগরির সব কটি পুরস্কার বাগিয়েছেন তিনি।

'বেকার' অভিষেকের দিন কাটছে ট্রলের জবাব দিয়ে

অমিতাভপুত্র অভিষেককে নিয়ে নানান কৌতুক চলে বলিউডে। এমনও বলা হয়, ঘরে বেকার ছেলে থাকার বেদনা ভদ্রলোক অমিতাভ হাড়ে হাড়ে টের পান! করোনা জয় করে অভিষেক স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করলেন, ঠিক তখনই তাঁকে নিয়ে আবার ট্রল। বলা হলো সিনেমা হল খুললে তাঁর লাভ নেই, তিনি তো বেকার!

অমিতাভপুত্র অভিষেককে নিয়ে নানান কৌতুক চলে বলিউডে। কখনো কখনো সেসব নির্মমও। এমনও বলা হয়, ঘরে বেকার ছেলে থাকার বেদনা ভদ্রলোক অমিতাভ হাড়ে হাড়ে টের পান! করোনা জয় করে অভিষেক স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করলেন, ঠিক তখনই তাঁকে নিয়ে আবার ট্রল। বলা হলো সিনেমা হল খুললে তাঁর লাভ নেই।

বড় তারকার পুত্রক্যারিয়ারটা শুরু হয়েছিল এমন তকমা নিয়ে। বছরের পর বছর কাজ করলেন বলিউডে। প্রায় দুই যুগ। এত বছর পরেও বচ্চনপুত্র হিসেবে আজও অনেকের কাছে পরিচিত তিনি। আবার কখনো কখনো ঐশ্বরিয়ার স্বামী হিসেবে। এসব কারণে প্রায়ই ট্রলিংয়ের শিকার হন অভিষেক বচ্চন।তবে 'বাপকা বেটা' বলে কথা! পারিবারিক ঐতিহ্য আছে তাঁর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলিংয়ের যোগ্য জবাব দিতেও সময় নেন না অভিষেক। যেমনটা দিলেন গতকাল।

ভারতে সম্প্রতি ঘোষণা দেওয়া হলো, ১৫ অক্টোবর থেকে সিনেমা হল খুলবে। নিঃসন্দেহে ভারতের বিনোদন জগৎ এবং বিনোদন দুনিয়ার মানুষদের জন্য বড় খবর, খুশির খবর এটি। অভিষেকের জন্যও নিশ্চয়। এই খবরেই নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি তিনি। এনডিটিভির অনলাইনে প্রকাশিত একটি খবরের স্ক্রিনশট নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন টুইটারে। আর এটা নিয়ে হলো রসিকতা আর ট্রল।

তাঁর টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে একজন লেখেন , 'সিনেমা হল খুললেও আপনার উচ্ছ্বাস অযথা। কারণ আপনি তারপরেও ঠিক আগের মতোই জবলেস (বেকার) থাকবেন। তবে এসব গা সওয়া হয়ে গেছে অভিষেকের কাছে। নিয়মিতই এমন সব ট্রলের জবাব দেন তিনি। মোটেও দমে যাননি, বিচলিত হননি তিনি। কড়া জবাব দিয়ে লিখেছেন, 'হায়! কী দুর্ভাগ্য যে আমাদের কাজের সাফল্য নির্ভর করে আপনাদের মতো দর্শকদের হাতে। আমাদের কাজ আপনাদের ভালো না লাগলে আমরা পরের কাজে সুযোগই পাই না। সে জন্য আমাদের সবটুকু দিয়েই আমরা আপনাদের মন জোগানোর চেষ্টা করি।'

প্রসঙ্গত, আগেও নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এ ধরনের পরিস্থিতি সামলেছেন এ অভিনেতা। এমনকি করোনায় আক্রান্ত হয়ে যখন অমিতাভের সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেই সময়েও ট্রল করতে ছাড়েননি নেট দুনিয়ার নাগরিকেরেরা।

একজন টুইট করেন, 'এখন তো আপনার বাবাও হাসপাতালে ভর্তি, এবার কার ভরসায় বসে বসে খাবেন?' জবাবে অভিষেক লিখেছেন, 'আপাতত তো বসে নয়, শুয়েই খাচ্ছি, তা—ও আবার বাবার সঙ্গে একছাদের তলায়।'

গত মাসেই কৌতুক করে একজন পোস্ট করেছিল, অভিষেকের ফলোয়ারের সংখ্যা অভিনেত্রী প্রাচী দেশাইয়ের মতো ট্যালেন্টেড নায়িকার চেয়েও বেশি!

উত্তরে অভিষেক জানান, একজন অভিনেতার সাফল্যের মাপকাঠি কখনোই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারের সংখ্যার দ্বারা নির্বাচিত হতে পারে না। প্রাচী একজন দক্ষ শিল্পী এবং সুযোগ্য অভিনেত্রী। সর্বোপরি সে আমার খুব ভালো বন্ধু।

অভিষেককে শেষ দেখা গিয়েছিল আমাজন প্রাইমের ওয়েব সিরিজ 'ব্রিদ : ইনটু দ্য শ্যাডোস'—এ। গত ১২ জুলাই অভিষেকের কোভিট পজিটিভের খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশের একজন ভক্ত ফেসবুকে লিখেছেন, 'অভিষেকের "ব্রিদ টু" শেষ করে ফেসবুকে ঢুকে দেখি অমিতাভ বচ্চন কোভিড-১৯ পজিটিভ। আমি শুরুতেই ধরে নিয়েছিলাম, অভিনয়ের দিক থেকে আর মাধবনের উচ্চতা কোনোভাবেই "জুনিয়র এবি" ছুঁতে পারবে না। অমিতজি বরং আপনি জলদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। আপনার অভিনয়ের অনেক অনেক তেলেসমাতি দেখা বাকি।

শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ৬ দফা দাবি আদায়ে গণ অবস্থান পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

শহরের বেশিরভাগ এটিএমের নিরাপত্তারক্ষীর অভাব ক্যামেরা অকেজো, সুরক্ষা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স): এমনিতেই করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। এই আতঙ্কের মাঝেই ক্রমাগত জালিয়াতদের বাড়ছে জালিয়াতি। কঠিন সময়ে অনেকেই ব্যাংকের দীর্ঘ লাইন এড়াতে এটিএমে ভিড় জমাচ্ছে। কিন্তু কতটা সুরক্ষিত এটিএম? কারণ বেশিরভাগ এটিএম-এর তো ক্যামেরা খারাপ, অভাব নিরাপত্তারক্ষীর। ফলে সুরক্ষার অভাবে আতঙ্কে ভুগছে শহরবাসী।

শহরের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু এটিএম। টাকার দরকার হলেই এটিএম -এ গিয়ে কার্ড পাঞ্চ করলেই হাতে চলে আসবে গরমাগরম নোট। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে এটিএম-এ টাকা তোলার পুরো প্রক্রিয়া কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে। টাকা তুলে এটিএম থেকে সুরক্ষিতভাবে বেরিয়ে আসা যাবে কিনা সেই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। কারণ সন্ধ্যে হতে না হতেই বেশিরভাগ এটিএম- দেখা মেলে না নিরাপত্তারক্ষীর। সিসি ক্যামেরা থাকলেও তা নিচের দিকে নামানো থাকে। বেশিরভাগ সময়েই অকেজো হয়ে পড়ে ক্যামেরা। কিছু ঘটলো জানতে পারবে না কেউ। থাকবে না কোনও ফুটেজও। অনিশ্চয়তা নিয়েই এটিএম-এ যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। সমস্যা অনিশ্চয়তায় আতঙ্কে ভুগছে শহরবাসী।

প্রশ্নাতীতভাবেই মহান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী : তথাগত রায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর পথ-কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তিনি টুইটে লেখেন, "আজ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মদিন। কংগ্রেসের অসাধারণ ক্ষমতার এক জননেতা যিনি স্বাধীনতার আন্দোলনে অনেক দিয়েছিলেন।

যাই হোক তাঁর জন্মদিনে তাঁকে ঠিক-বেঠিক মিশিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ যে প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁদের এই দেশত্যাগের জন্য আন্দোলন কতটা দায়ী? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'সামান্য'। আসলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার ও নৌবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতে সেনাদের আস্থা তাঁরা পাবেন না।

তিনি তাই দেশ ছেড়ে পালান। সব মিলিয়ে, প্রশ্নাতীতভাবেই মহান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁকে প্রণাম।

মোবাইলের টাওয়ার বসানো নিয়ে প্রতারনা, বিধাননগরে গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): মোবাইলের টাওয়ার বসানোর নাম করে কয়েক লাখ টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল দুই কম্পানির ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার এই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। একই ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, জুন মাসের গোড়ার দিকে একটি কেস রেজিস্টার হয়। কমপ্লেন করে ইটালগাছা এলাকার বাসিন্দা কাশীনাথ সেন।তার অভিযোগ তার কাছে একটি ফোন আসে যে তার বাড়িতে মোবাইলের টাওয়ার বসানো হবে।সেই মতো তার কাছ থেকে ৮০ লাখ টাকা তছরুপ করা হয়। এরপর যখন অই ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তার সাথে প্রতারণা হয়েছে তখন তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে লেকটাউনের বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে একটি ভুয়ো সংস্থার নাম করে অফিস খুলেছিল প্রতারকরা। তারপরে বিভিন্ন মোবাইল সংস্থার টাওয়ার বসানোর নাম করে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেয় তারা। এমনকি, চাকরি দেওয়ার নাম করেও অনেকের কাছ থেকে টাকা নেয় তারা।

আজ লেকটাউন এলাকায় দুটি অফিসে হানা দিয়ে দুটি কম্পানির দুই ডিরেক্টর দেবব্রত চক্রবর্তী ও সমিক দেবনাথ সহ চার জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের অফিস দুটি সিল করে পুলিশ। আজ ধৃতদের বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত দেওয়া হয় তাঁদের।

হাথরাসে যাওয়ার পথে তৃণমূলকে বাঁধা দেওয়ায় খুব্ধ পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): উত্তরপ্রদেশে হাথরাসে শুক্রবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। তবে মাঝপথেই নির্যাতিতার তৃণমূল কংগ্রেসে প্রতিনিধি দলকে আটকে দিল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। এই পুরো বিষয়টিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরনয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালকেও নিশানা করেন তিনি।

এদিন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে পুরমন্ত্রী বলেন, "মেরে ফেলে দেওয়া, কেটে ফেলে দেওয়া এটাই বিজেপির চরিত্র। বিচারের বাণী এখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। প্রশাসনের যদি কিছু ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে বারবার প্রশাসনের তরফ থেকে আটকানো হচ্ছে কেন? মানুষ এটার উত্তর দেবে"।

এরপরেই রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, "এই সময় রাজ্যপাল কেন এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছেন না? আজ তো তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে না"। এদিন রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে এই একই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের আরও এক মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

প্রসঙ্গত, এদিন তৃণমূলের তরফে ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলী ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল, মমতা বালা ঠাকুর হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে জাচ্ছিলেন। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে ১.৫ কিলোমিটার দূরে আটকে দেওয়া হয় তাদের। এর পর সেখানে পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তি হয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের। ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় সংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন কে। সেখানেই ধরনায় বসে পড়েন তাঁরা। ১৪৪ ধারা জারি থাকায় তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান হয়েছে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের তরফে।

মোবাইলের টাওয়ার বসানো নিয়ে প্রতারণা, বিধাননগরে গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): মোবাইলের টাওয়ার বসানোর নাম করে ৮০ লাখ টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল দুই কম্পানির ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে এই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, জুন মাসের গোড়ার দিকে একটি কেস রেজিস্টার হয়। কমপ্লেন করে ইটালগাছা এলাকার বাসিন্দা কাশীনাথ সেন।তার অভিযোগ তার কাছে একটি ফোন আসে যে তার বাড়িতে মোবাইলের টাওয়ার বসানো হবে।সেই মতো তার কাছ থেকে ৮০ লাখ টাকা তছরুপ করা হয়। এরপর যখন অই ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তার সাথে প্রতারণা হয়েছে তখন তিনি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে গতকাল লেকটাউন এলাকায় দুটি অফিসে হানা দিয়ে দুটি কম্পানির দুই ডিরেক্টর দেবব্রত চক্রবর্তী ও সমিক দেবনাথকে গ্রেফতার করে। তাদের অফিস দুটি সিল করে পুলিশ। আজ ধৃতদের বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত দেওয়া হয় তাঁদের।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,১৪৫, সুস্থতা ৮৪.৭৮ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২ অক্টোবর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,০০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১.৯৫ লক্ষের বেশি এবং ১,১৪৫। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৮৪.৭৮ শতাংশ।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,০০৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১.৬৫ লক্ষ করোনা-রোগী (৮৪.৭৮ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৮,৬২০ জন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ১ অক্টোবর সারা দিনে ৫৪,০৯৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌর কর্মীদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া। ছবি- নিজস্ব।

মোরে মোরে যেন উমা '-রা থাকে, মহিলাদের আত্মরক্ষার পাঠ উদ্বোধনে অগ্নিমিত্রা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : মহিলাদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করল বিজেপি। শুক্রবার দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে উত্তর কলকাতায় এই উদ্বোধনী শিবির হয়।

আয়োজনের উদ্যোক্তা দলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমরা যে নতুন পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন দেখছি, তার প্রতি ঘরে, স্কুলে-কলেজে, মোরে মোরে যেন উমা-রা থাকে। আমরা সেই স্বপ্ন দেখছি।" দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে নারী-নির্যাতন হচ্ছে, তা প্রতিহত করতে মহিলাদের আত্মরক্ষার পাঠ আবশ্যিক বলে মনে করছেন অনেকে। অগ্নিমিত্রা বলেন, "আমরা ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা অত্যন্ত আনন্দিত আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নারীকে উমা করার উদ্দেশ্যে সফল ভাবে আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করতে পেরে। এটা একটি স্বপ্নের কর্মসূচি ছিল আমার, এবং আমি চাই বাংলার সব নারী এই প্রশিক্ষণের পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ও সাহসে ভরে উঠুক। তবেই নব বাংলার সৃষ্টি হবে।" স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষ ও নারীর সমান ক্ষমতা ও সহযৌগিতার ওপর ভর করে একটা আদর্শ সমাজ গঠনের কথা বলেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন। পুরুষদের চেয়ে ক্ষমতায় কোনও অংশে কম নই আমরা নারীরা। একদিকে, অন্তরীক্ষ থেকে সেনাবাহিনী, অন্যদিকে দাপটের সঙ্গে নিজের সংসারের হাল ধরে রাখার কাজ করছেন নারীরা। পশ্চিমবঙ্গে নারীদের অবস্থা শোচনীয়। তারা ন্যায়, বিচার পায় না। দিনে-রাতে অত্যাচারিত। এখন আর অত্যাচার সহ্য করার সময় নয়। এখন ওদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী সকলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। সেই অধিকার থেকে বাংলার নারী বঞ্চিত হবে কেন? আর আত্মরক্ষা যদি করতে হয়, এরকম শিবিরের মাধ্যমে সেই মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা সঞ্চারের চেষ্টা করতে হবে।"এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র কিছু রাজ্য নেতা ও মহিলা মোর্চার সদস্য। আগামী দিনে বাকি ৩৭টি জেলাতেই এর শিবির করব। একদিনের শিবিরে থাকবে ৫০টি করে মেয়ে।

প্রতীক্ষা শেষ, উদ্বোধনের অপেক্ষায় বিশ্বের দীর্ঘতম অটল সুড়ঙ্গ

মানালি, ২ অক্টোবর (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ, এবার উদ্বোধন হওয়ার অপেক্ষায় বিশ্বের দীর্ঘতম বৃহত্তম টানেল "অটল সুড়ঙ্গ"। শনিবার (৩ অক্টোবর) সকাল দশটা নাগাদ হিমাচল প্রদেশের রোহতাঙে, বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম হাইওয়ে সুড়ঙ্গ অটল সুড়ঙ্গের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সুড়ঙ্গ উদ্বোধন হওয়ার পর মানালি এবং লেহ-র মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাবে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার, ৪-৫ ঘন্টার সময় কমিয়েছে। বিশ্বের দীর্ঘতম এই টানেলের নাম রাখা হয়েছে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে।এটি অটল সুড়ঙ্গ তৈরি করতে প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছে।

শনিবার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। শুক্রবারই হিমাচল প্রদেশের মানালি পৌঁছে গিয়ে, অটল সুড়ঙ্গ পরিদর্শন করেছেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর জানান, প্রায় ২০০ জন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। এই সুড়ঙ্গের তাৎপর্য প্রচুর। ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে, হিমাচল প্রদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন।

বিশ্বের দীর্ঘতম এবং সর্বোচ্চ সুড়ঙ্গ, এই টানেলটি প্রায় ৮.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও একটি ১০ মিটার চওড়া রাস্তার টানেল যা ১০,১৭১ ফুট উচ্চতায় নির্মিত। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে যে কোনও যানবাহন যাতাযাত করতে পারবে। তাছাড়া এই টানেলটি নির্মাণ হওয়ার ফলে মানালি থেকে লেহের দূরত্ব ৪৬ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন কাউন্সিলার রত্না দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৮৭৫, করোনা-আক্রান্ত ২,২৬,৩৩৪

ভুবনেশ্বর, ২ অক্টোবর (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬০০ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,২৬,৩৩৪। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৬ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৭৫। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে রাজ্যে, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৯০,০৮০ জন।

শুক্রবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৬০০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,২৬,৩৩৪। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৫,৩২৬ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,৯০,০৮০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৮৭৫-তে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় ৪৮, ২১৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, এযাবৎ ৩৩.৪৮ লক্ষ।

নয়া নিম্নচাপে সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা দুইবঙ্গে

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা উপকূল এ ফের নতুন নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে পারে। যার ফলে শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আপাতত এমনতাই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গই নয় তার জেরেই সপ্তাহ শেষে বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই বঙ্গেই।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ বাংলায় ভালোরকম প্রভাব ফেলেছে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির দেখা মিলেছে। রোজই সকালের দিকে মেঘলা আবহাওয়ার দেখা মিলছে রাজ্যে। আজও রাজ্য জুড়ে জারি থাকবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সকাল থেকেই কখনো মেঘ, কখনও রোদ।

তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এছাড়া বর্তমান নিম্নচাপের জেরে আজ দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা ঊর্ধমুখী। আর্দতা জনিত অস্বস্তিতে নাজেহাল রাজ্যবাসী। তবে গতকাল দুপুরের পর রাজ্যের বেশকিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি ও কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ায় রাতের দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যায়। তবে রাতের দিকে স্বস্তি পেলেও সকাল থেকেই ফের বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ।

উল্লেখ্য নিম্নচাপের জেরে আজও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সহ অন্যান্য জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জারি হয়েছে সতর্কতা। উল্লেখ্য অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জারি থাকবে উত্তরবঙ্গে।

শুক্রবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা। আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আর্দতার পরিমান ৯১ শতাংশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি ও একবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বোস কলেজে মোবাইল নিয়ে গার্ড ছাড়াই চলছে পরীক্ষা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স):করোনা আতঙ্কে কোণঠাঁসা শহরবাসী। এরই মাঝে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা। তবে চলতি বছর করোনা আবহে এই প্রথমবার বাড়িতে বসেই ওপেন বুক টেস্ট দিচ্ছে পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু এরই মাঝে ব্যতিক্রমী আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজে। সেখানে কলেজে বসেই হচ্ছে পরীক্ষা। গার্ড ছাড়াই কেন্দ্রে চলছে পরীক্ষা।

পূর্বঘোষণা মত শুরু হয়েছে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা। তবে চলতি বছর বলে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা হবে বাড়িতে বসেই অনলাইনে।পুরোপুরি ইন্টারনেটের ওপর ভিত্তি করেই হবে পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত। বাড়িতে বসেই ওপেন বুক পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী ওই নিয়মে পরীক্ষা দিলেও কলকাতার আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস কলেজে দেখা গেল অন্য ছবি। সেখানে কলেজে বসেই হচ্ছে পরীক্ষা। কিন্তু নেই গার্ড দেওয়ার কেউ। পরীক্ষার্থীর পাশে ব্যাগ মোবাইল। সে ভাবেই চলছে পরীক্ষা।

চিড়িয়াখানা খুলতেই লোকজন দেখেই মনমরা বাবু ফের চাঙ্গা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স):পশু প্রেমীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে দীর্ঘ ৭ মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে আজ শুক্রবার দ্বার খুলল আলিপুর চিড়িয়াখানার। আলিপুর চিড়িয়াখানা অন্যতম আকর্ষণ শিম্পাঞ্জি বাবু। এতদিন চিড়িয়াখানায় লোকজন না আসাতে ভারী মন খারাপ ছিল বাবুর। এত দিন বন্ধ থাকার পর চিড়িয়াখানা খুলতেই আনন্দে আত্মহারা বাবু।

লকডাউনের প্রথম থেকেই দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল চিড়িয়াখানায়। পশুপাখিদের দেখতে না পেয়ে ভারী মন খারাপ ছিল পশুপ্রেমীদের। সবথেকে বেশি মনমরা হয়ে ছিল বাবু। তবে অবশেষে ফের খুশির আবহাওয়া বইছে আলিপুর চিড়িয়াখানায়।প্রথম দিন চিড়িয়াখানা খুলতেই চিড়িয়াখানায় হালকা দর্শকদের আগমন ঘটে। নতুন অতিথিদের দেখেই বেজায় খুশি বাবু।

যদিও চিড়িয়াখানা খুললেও বদলে গিয়েছে একাধিক নিয়ম। এখন থেকে আর লাইনে দাড়িয়ে টিকিট কাটা যাবে না। আলিপুর চিড়িয়াখানায় টিকিট কাটতে হচ্ছে অনলাইনে। চিড়িয়াখানায় প্রবেশের সময় দর্শনার্থীদের থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে। থার্মাল স্ক্রীনিং-এ যদি কারও তাপমাত্রা বেশি থাকলে তাকে চিড়িয়াখানায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। পশু পাখির খাঁচার সামনে সকল দর্শকদের বজায় রাখতে হচ্ছে ছয় ফুট দূরত্ব।

অষ্টমীর দিন সকাল ৬ থেকে দুপুর ২ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মুদিয়ালির প্যান্ডেল

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটা দিনের। কারণ চলতি মাসের শেষেই পুজো। শহরের মন্ডপ জুড়ে রাজ করবেন মা দুর্গা। কিন্তু এই বছর অষ্টমীর দিন৬ থেকে দুপুর ২ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মুদিয়ালির প্যান্ডেল।

পুজোর অপেক্ষায় দিন গুনছে শহরবাসী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে দুর্গা পুজোর সব নিয়মই পড়েছে ভাঁটা।

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা বাঁকুড়ার প্রতাপ বাগান সার্বজনীনেব

বাঁকুড়া, ২ অক্টোবর (হি. স.) : খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর সূচনা হল বাঁকুড়ার প্রতাপ বাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির। শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে খুঁটি পুজো উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে পৌর প্রশাসন বোর্ডের চেয়ারপারসন মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত বিশিষ্ট সমাজসেবী মুন্না চক্রবর্তী পূজা কমিটির সভাপতি সনৎ লাহিড়ী ,সম্পাদক সুমিত চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করে অরূপ চক্রবর্তী বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব পালন ও স্যানিটাইজার ব্যবহারের আহ্বান জানান। তিনি এলাকাবাসীদের শারদীয়া দুর্গাপূজার অভিনন্দনও জানান। সম্পাদক সমীর চক্রবর্তী জানান তাদের পুজো ৫৫ বছরে পদার্পণ করল । এবারের পুজোর থিম করোনার বিরুদ্ধে লড়াই।

দুর্ঘটনাগ্রস্থদের কেউ সাহায্য করলে সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্মানপূর্বক কথাবার্তা বলতে হবে পুলিশকে

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): এবার থেকে রাস্তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোন মানুষকে সাহায্য করলে সেই সাহায্যকারীকে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারবে না পুলিশ। নতুন মোটর ভেহিকেল একটি নিয়ম করা হয়েছে এমনটাই। ওই সাহায্যকারী ব্যক্তির কোনরকম ব্যক্তিগত তথ্য সহ সে ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানার জন্য চাপ দিতে পারবে না পুলিশ।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাস্তায় কোন দূর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পড়ে থাকা সত্বেও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষটিকে দেখা তো দূরের কথা তার পাশে অবধি এসে দাঁড়াতে ভয় পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। কারণ একটাই। পুলিশি হেনস্থার ভয়। পাশাপাশি একবার এই ঝামেলায় নাম জড়ালে পুলিশের ঝুঁকি পোহাতে হতে পারে সেই ভয়ে এগিয়ে আসতে চান না কেউ।

তবে এবার ১৯৮৯ মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে নতুন নীতি আইন। নতুন নিয়মে জানানো হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে কেউ সাহায্য করলে সেই ব্যক্তির থেকে কোনরকম ব্যক্তিগত তথ্য চাইতে পারবে না পুলিশ। এমনকি সাহায্যকারী ব্যক্তির নাম ঠিকানা জানার জন্য পুলিশ কোনমতেই চাপ দিতে পারবেনা ওই ব্যক্তি কে।

পাশাপাশি ওই আইনে আরও জানানো হয়েছে, সাহায্যকারী ব্যক্তির সঙ্গে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে পুলিশকে। এই নতুন আইন নির্দেশিকা আকারে খুব শীঘ্রই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পাশাপাশি পরিবহন নিগমেও দিয়ে দেওয়া হবে। এই নির্দেশিকা হাসপাতালের বাইরে নতুন নিয়ম হিসেবে লিখে রাখতে হবে।

গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা অধীর চৌধুরী, মুকুল রায়ের

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : শুক্রবার বিভিন্ন দলের কিছু শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের মধ্যে আছেন লোকসভার কংগ্রেস দলের প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী,বিজেপি-র সহ সভাপতি মুকুল রায়, রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

অধীরবাবু শুক্রবার লোকসভার সেন্ট্রাল হলে মহাত্মা গান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছবিতে মালা দেন। পরে টুইটে সেই ছবি শেয়ার করেন। মুকুল রায় টুইটে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেও পৃথক টুইটে শ্রদ্ধা জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্ত ফুটবলার আনসুমানা ক্রোমা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : ভবানীপুর দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আনসুমানা ক্রোমা করোনা আক্রান্ত। যার ফেল দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে খেলা অনিশ্চিত।

দশ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিনে থাকবেন ক্রোমা। তারপর কোভিড পরীক্ষা করিয়ে ফের চারদিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। ফলত, লিগে তাঁকে খেলানোর আশা কার্যত ছেড়ে দিয়েছেন কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী। ২৯ সেপ্টেম্বর করোনা পরীক্ষা হয় তাঁর। পরেরদিন রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ রিপোর্ট দেখে অস্বস্তিতে পড়েন শঙ্করলাল। ক্রোমাকে ধরেই ম্যাচ জেতার যাবতীয় অঙ্ক কষা শুরু করেছিলেন। ক্রোমা প্রসঙ্গে শঙ্করলাল বলেন, 'দলের জন্য বিরাট ক্ষতি। তবে টিমের অন্যান্য ফুটবলারদের উপর ভরসা রয়েছে। আমাদের হাতে কিছু নেই। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে।'

অন্যদিকে, রীতিমতো ক্ষুব্ধ ক্রোমা। বলেন, 'বায়ো বাবলে ঢোকার আগে চারবার টেস্ট হয়েছে। রেজাল্ট নেগেটিভ। হোটেলে ঢুকে চারদিন কোয়ারেন্টিনে থাকার পর কীভাবে পজিটিভ হলাম? বায়ো বাবলে থেকেও পজিটিভ! অদ্ভূত ব্যাপার। শুক্রবার ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোভিড টেস্ট করাবো। দেখা যাক কী হয়। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' ফেডারেশন বিবৃতি দেয়, 'আইএফএ—র সহযোগিতায় এআইএফএফ সমস্ত দলের কোচ, ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফদের করোনা পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে। বেঙ্গালুরু ইউনাইটেড এবং ভাবনীপুরের একজন করে ফুটবলার করোনা আক্রান্ত। করোনা বিধি মেনে তাঁরা কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। ফেডারেশনের তরফে মেডিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।'

হাথরাসে যুবতী ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে দলিত যুবতী মনীষা বাল্মিকীকে ধর্ষণ করে খুন করার প্রতিবাদে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে শুক্রবার বাঁকুড়া শহর জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন সকালে জাতীয় কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে ধর্ষিতার বাড়িতে যাওয়ার পথে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধীকে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয় এবং যুবতীকে খুনের দায়ে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

এদিন সকালে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে পোয়া বাগানে যুব ফেডারেশন, সারা ভারত কৃষক সভা ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় ।সিআই টি ইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জি বলেন উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রশাসন যুবতীর পরিবর্তে দুষ্কৃতীদের রক্ষা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।এই ঘটনা দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক। ধর্ষকরা ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, যুবতীকে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।ধর্ষিতার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমে তা গ্রহণ করা হয়নি। শুধু তাই নয় সেখানের জেলাশাসক ধর্ষিতার পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনায় জড়িতদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

অনলাইন দূর্গাপুজোর অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স): শহরজুড়ে পুজো পুজো রব। কারণ ক্যালেন্ডার বলছে আর বেশি বাকি নেই। পুজো দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে। আর এরই মাঝে বৃহস্পতিবার থেকে অনলাইন দূর্গাপুজোর অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করলো কলকাতা পুলিশ। এদিন টুইট করে এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে।

কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে,শুরু হয়েছে অনলাইনে দূর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া। পুজো উদ্যোক্তারা বিশদে জানতে পারবেন কলকাতা পুলিশের একটি ওয়েবসাইটে। 'আসান' এর গাইডলাইনগুলি দেখে আবেদন করতে বলছে পুলিশ। এছাড়া ওই বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে কলকাতা পুলিশের নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বরে করা যেতে পারে। সেই হেল্পলাইন নম্বরও দে ওয়া হয়েছে। নম্বর গুলি হল ০৩৩-২২৫০-৫২৬১ ও অন্যটি ২২৫০-৫১২২। হেল্পলাইন নম্বরগুলি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৭ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দুর্গাপুজোয় অনুমতির জন্য সাধুবাদ বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : করোনায় সতর্কতার জন্য উত্তরপ্রদেশে প্রকাশ্য স্থানে দুর্গাপুজোর সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নির্দেশ প্রত্যাহার করে দুর্গাপুজোয় অনুমতি দেওয়ার জন্য শুক্রবার তাঁকে সাধুবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

টুইটে বাবুলবাবু লেখেন, "গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটাই যে, একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন মানুষের আর্জি শুনে,নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত বদলান, তখন তাঁকে সাধুবাদ জানাতেই হবে।" এই টুইট বাবুলবাবু যুক্ত করেছেন আরও কিছু টুইটার হ্যান্ডেলে। তিনি লিখেছেন, "উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে হার্দিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই দুর্গাপুজোর পুরাতন বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে পুজোর অনুমতি দেওয়ার জন্য। সকল দুর্গাপুজো প্রিয় মানুষদের কাছে অনুরোধ পুজোর দিন গুলিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন।"

বাবুলবাবু লিখেছেন, " বাংলায় বাঙালিকে তো প্রতি বছর দুর্গাপুজোর ভাসান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে সরকারের একতরফা (পড়ুন তুষ্টিকরণের রাজনীতি) সিধান্তকে বদলাতে হয় !! এটাই তো সত্যি - আমার রাজনৈতিক অভিযোগ তো বলতে পারবেননা এটাকে !!

ব্রোঞ্জ মূর্তি

তিনের পাতার পর

রাজনীতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে শেষ শ্রদ্ধা জানান। রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে রায়গঞ্জ পুরসভা জননেতার মূর্তি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই মতো শুক্রবার ধূতি পাঞ্জাবি পরিহিত তাঁর ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। প্রিয় নেতার প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস। পাশাপাশি এদিন মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ পুরসভা প্রাঙ্গণে এবং বিদ্রোহী মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত, পবিত্র চন্দ, লিয়াকত আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১২ অক্টোবর পর্যন্ত

তিনের পাতার পর

যা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা নিজেদের হাতে তৈরি করে থাকেন।

এদিন সৃষ্টিশ্রী প্রাঙ্গণে সৃষ্টিশ্রী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এম ভি রাও, 'আনন্দধারা' প্রকল্পের মুখ্য নির্বাহি আধিকারিক ও রাজ্য মিশন আধিকারিক সৌমজিৎ দাস, প্রকল্পের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক অঞ্জন চক্রবর্তী ও অন্যান্য মুখ্য অতিথি গন। সৃষ্টিশ্রী মেলা চলবে আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন জনসাধারণের জন্য এই মেলা খোলা থাকবে দুপুর দুটো থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। এই মেলার বিশেষ আকর্ষন সদস্যদের নিজের হাতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় খাবার।

বিজ্ঞপ্তি

● **প্রথম পাতার পর**

মাস্ক পরিধান করতে হবে।

এছাড়া, সমস্ত সরকারি, স্বশাসিত, সরকারের অধীনস্ত এবং বেসরকারি অফিসগুলি স্বাভাবিক নিয়মে এবং উপস্থিতিতে কাজ করবে। তবে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক থাকবে। অফিসে নিয়মিতভাবে স্যানিটাইজেশন করতে হবে। অফিসের প্রবেশ ও নির্গমন পথে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা থাকবে। যেসব অফিসে নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা রয়েছে তারা মাস্ক ছাড়া কাউকে অফিসে প্রবেশ করতে দেবে না। বাড়তি ভিড় এড়ানোর জন্য বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিরা আগাম সময় চেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করতে পারেন। ফোন, হেল্পলাইন, কন্টোল রুম, অনলাইন গ্রিভেন্স সেল ইত্যাদি বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমেও সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। যদি সরকারি বৈঠক অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলে সেসব বৈঠকে ২০ জনের বেশি লোক অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে, বিদ্যালয়, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টার ইত্যাদির জন্য শিক্ষা দফতর আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

এদিকে, ভারত সরকারের নির্দেশিকা মেনে ১৫ অক্টোবর থেকে ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা হল, থিয়েটার, মাল্টিপ্লেক্স গুলো চালু করা যাবে।এমনকি, সুইমিং পুল, প্রদর্শনী, বিনোদন পার্ক ও এ জাতীয় স্থানগুলিও ১৫ অক্টোবর থেকে খুলতে পারবে। পাশাপাশি, সীমিত অংশগ্রহণকারী নিয়ে কিছু অনুমোদিত কার্যকলাপ ছাড়া অডিটোরিয়াম, অ্যাসেম্বলি হল ও এ জাতীয় স্থান বন্ধ থাকবে। সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক, খেলাধুলা (বিনোদন) শিক্ষাগত অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য সমাবেশও বন্ধ থাকবে।

তবে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একমাত্র উপযুক্ত নির্দেশিকা ও সামাজিক দূরত্ব মেনে করা যাবে।অবশ্য, অপ্রয়োজনীয় সমাবেশ এড়িয়ে চলা দরকার। দাহকার্যে ২০ জনের বেশি এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি লোকের সমাবেশের অনুমতি নেই। স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবির কিংবা কোনও দান ও কল্যাণমূলক কাজে ২০ জনের বেশি লোকের জমায়েত হতে পারবে না।

সারা ত্রিপুরায় ১ অক্টোবর থেকে রাতে কোনও কারফিউ থাকবে না। তবে দুর্গাপূজার সময় রাত্রিবেলা কিছু বিধিনিষেধ থাকবে যার জন্য আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। তাছাড়া, সাধারণ নির্দেশিকা হিসেবে বলা হয়েছে সমস্ত অফিস, পাবলিক প্লেসে থার্মাল স্ক্যানিং, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। এসব জায়গাতে নিয়মিত স্যানিটাইজার করা হবে এবং পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও ভ্রমণকালে মুখাবরণ ব্যবহার বাধ্যতামূলক। জরুরি প্রয়োজন কিংবা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দরকার ছাড়া ৬৫ বছরের বেশি বয়সী, অন্যান্য রোগের সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তি, দুর্বল ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা ও ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে যে, মাস্ক না পরিধান করার অপরাধে প্রথমবার ২০০ টাকা এবং পরবর্তী বারগুলিতে ৪০০ টাকা করে জরিমানা হবে। তেমনি সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখা এবং হোমে কোয়ারেন্টিনের নিয়ম উল্লঙ্ঘনের জন্য ১, ০০০ টাকা জরিমানা হবে।

বাগানে

● **প্রথম পাতার পর**

বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে নার্সদের পরম স্নেহে সুস্থ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কোন সভ্য সমাজের জন্মদাত্রী ফুটফুটে শিশুটিকে রাবার বাগানে ফেলে দিয়ে গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে লোকলজ্জার ভয়ে শিশুটিকে নির্মম ভাবে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেছে।

অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস'র

আটের পাতার পর

এসেম্বলি অব জার্নালিস্ট এর উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে অনুরূপ ভাবে কালো ব্যাচ পরিধান করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংবাদ মাধ্যম জন্ম লগ্ন থেকে স্বাধীন। এটাকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা হলে আন্দোলন হবে বলে জানান এসেম্বলি অব জার্নালিস্ট কর্মকর্তারা।

রাহুল

● **প্রথম পাতার পর**

শুক্রবার আমবাসা জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে কৃষক বিরোধী দলের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে কংগ্রেস। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মানিক দেব, আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি কৃপেশ রায়, সহ অন্যান্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব। এদিন জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করতেই পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং গ্রেফতার করে।

গন্ডাছড়া সংযোজন ঃ গোটা দেশের সাথে তাল মিলিয়ে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উপর উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্য নাথের পুলিশ যে আক্রমন সংগঠিত করেছে তারই প্রতিবাদে রাইমাভ্যালি ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। এদিন বিকেল চারটায় গন্ডাছড়া কংগ্রেস ভবন থেকে একটা মিছিল বের হয়ে গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে মধ্য বাজারে এসে যোগী আদিত্য নাথের কুশ পুতুল দাহ করা হয়। সেখানে উপসিত ছিলেন রাইমাভ্যালী ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বকুল বিকাশ চাকমা, যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার প্রমুখরা। কংগ্রেস নেতারা রাহুল গান্ধীর উপর এই ধরনের পরিকল্পিত আক্রমনের তীব্র নিন্দা জানান। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলকে ঘিরে পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত।

দিন গুনছে হাতিবাগান মার্কেট

কলকাতা, ২ অক্টোবর(হি. স.): বিগত বছর গুলিতে যেখানে থাকত উপচেপড়া ভিড়, এবছর সেখানে শুধুই শূন্যতা। করোনার আবহে বদলে গেছে পুজোর চেহারা। একইসঙ্গে বদলেছে পুজোর বাজারের দৃশ্যও। পুজোর আর তিন সপ্তাহ বাকি থাকলেও ক্রেতাদের অপেক্ষায় এখন দিন গুনছে হাতিবাগান মার্কেট।মার্কেটের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বলছেন, আগের বছর এই সময় নিঃশ্বাস নেওয়ারও সময় থাকতো না, সেই যায়গায় দাঁড়িয়ে এখন শুধুই বসে থাকা। এছাড়াও যারা আসছেন তারা জিনিস এর দাম-দর করেই বিদায় নিচ্ছেন দোকান থেকে। ঠিক সেই রকমই অবস্থা সেই মার্কেটের ইমিটেশন এর দোকান গুলির। এছাড়া তাঁদের কথায়, অনলাইনে কেনা কাটা তো আগেই ব্যবসায় থাবা বসিয়েছিল। এবারে করোনা এসে সেই উপদ্রব আরও বেড়েছে।

বিলোনীয়ায় বামপন্থীদের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ অক্টোবর।। উত্তর প্রদেশে হাথরসে ১৯ বছরের বয়সী গন ধর্ষিতা এক দলীত কন্যার মৃতদেহ পরিবারের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে পুলিশ পুড়িয়ে দেবার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধীক্কার জানিয়ে প্রতিবাদে সামিল হলো বিলোনিয়া বামপন্থী ছাত্রযুব সংগঠন। হত্যা মানবিকতার , হোক প্রতিবাদ এই আহ্বান রেখে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা অফিস প্রাঙ্গন থেকে বামপন্থী ছাত্রযুব সংগঠনের ডাকে সংগঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল টি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করার পর শেষ হয় প্রদীপ চক্রবর্তীর শহীদ বেদীর সামনে। মিছিল শেষে বামপন্থী যুব সংগঠনের নেতা মধুসূদন দত্ত বলেন প্রতিদিন বেড়েই চলছে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, খুন, পাশবিক অত্যাচার ত্রিপুরা থেকে উত্তরপ্রদেশ শাসিত রাজ্য গুলিতে। নারী ধর্ষন ও খুনের তীব্রনিন্দা জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।এদিনের আয়োজিত প্রতিবাদের বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রযুব নেতৃত্বদের সাথে পা মেলান মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত , জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার , পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেন সহ অন্যান্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যকে অলক্ষ্মী আখ্যায়িত করেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পথ ধরেই রাজ্য এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী সাব্রুমের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, লজিস্টিক হাব নির্মাণ, সাব্রুমের সুসংহত স্থলবন্দর নির্মাণ ইত্যাদির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর ভারত-বাংলা মৈত্রী সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে চিটাগাং বন্দরের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির যোগাযোগে গড়ে উঠবে। এরফলে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির করিডোর হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, সরকার নতুন করে আরও ৩০,০০০ জনকে ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের ১ লক্ষের উপর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন যোজনায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের শিল্পীগণ। বর্তমান করোনা আবহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা বিজয়ী ১০ জন ছাত্র ছাত্রী, ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত ভজন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৮ জন ছাত্র ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভার্চুয়াল বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৬ জনকে এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে ভার্চুয়াল বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১০ জন ছাত্র ছাত্রী পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব অনলাইন কুইজে প্রথম স্থানাধিকারী বর্ণালী দেবনাথের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন।

হাথরাসের

● **প্রথম পাতার পর**

বিচারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই চলবে। আমি সুপ্রিম কোর্টকে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপের আর্জি জানাচ্ছি।" গান্ধীজয়ন্তীর দিন এই প্রতিবাদ বিশেষ অর্থবহ বলে মনে করছেন অনেকেই। বাল্মীকি সমাজের প্রার্থনাসভায় প্রিয়াঙ্কা আশ্বস্ত করে বলেন, "নির্যাতিতার পরিবার সুবিচার না-পাওয়া পর্যন্ত তাঁর দল কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাবে।"শুক্রবার সন্ধ্যায় যন্তরমন্তরের প্রতিবাদ সমাবেশে ছিলেন না কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি গিয়েছিলেন বাল্মীকি মন্দিরে। হাথরসের দলিত তরুণীর স্মরণে আয়োজিত প্রার্থনা সভায়। প্রিয়াঙ্কা বলেন, "হাথরসের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার দাবি করে দেশের প্রত্যেকটি মহিলাকে সোচ্চার হতে হবে।

করোনা

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য পাঠান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি। শুক্রবার সকালেই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই টুইট করে জানান, হোপ হিকস যিনি সামান্য বিরতি না নিয়েই কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ভয়াবহ! ফার্স্ট লেডি এবং আমি টেস্ট রিপোর্টের ফলাফলের অপেক্ষাতেই রয়েছি। এরইমধ্যে, কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়া শুরু করব আমরা! এই টুইটের প্রায় দেড় ঘন্টা পর ফের টুইট করেন ট্রাম্প। তিনি জানান, ফার্স্ট লেডি এবং আমার করোনাভাইরাস রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

পার্টি কর্মীদের বাইক ভাঙচুর করে। বি জে পি দুর্বৃত্তদের হিংস্র আক্রমণে অন্তত ৯ জন পার্টি কর্মী আহত হন। দু'জনকে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শহরের একজন দোকান মালিককে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। ৫-৬ ঘন্টা ধরে তেলিয়ামুড়ায় বি জে পি'র হিংস্র তান্ডব চলে। সি পি আই (এস) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বি জে পি'র এই ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। সর্বস্তরের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের এ ধরনের অগণতান্ত্রিক

বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আবেদন জানিয়েছে দল। তেলিয়ামুড়া থানার ও সির নিষ্ক্রিয়তার তদন্ত দাবি করছে। আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করছে।

প্রতারক

● **প্রথম পাতার পর**

জনগনের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল ।এদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় আজির উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি মামলা দায়ের করেছেন ।এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন থানায়ও এদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ঝুলছে।

আহত তিন

আটের পাতার পর

অচৈতন্য হয়ে পড়া ৩ মহিলাকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রহিমপুর এলাকায় বাস করার ফলে বিভিন্ন জিনিসপত্র মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়িঘরের টিভি ফ্রিজ বৈদ্যুতিক ফ্যান সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে গেছে।

আটক চোর

আটের পাতার পর

গণপ্রহারে আহত চোর তার কৃতকর্মের কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে ।উল্লেখ্য অমরপুরের খেয়াঘাট সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা উপর্যপরি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা রীতিমতো অতিষ্ঠ। এসব এলাকার রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

চেইন ছিনতাই

আটের পাতার পর

চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে আসেন। ততক্ষণে ছিনতাইকারীরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় জনগন তাদের পিছু ধাওয়া করার চেষ্টা করেও সফল হননি ।সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া রথখোলা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কটুর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

কামনা মোদীর

আটের পাতার পর

ট্রাম্প ও মেলানিয়ার করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানার পরই টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, "আমার বন্ধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডির সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।"

শুক্রবার সকালেই (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) টুইট করে ট্রাম্প জানান, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।

যোগী পুলিশ

আটের পাতার পর

কীভাবে এমনটা করতে পারেন?"

এদিন হাথরাসে নির্যাতিতার গ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। ডেরেক ছাড়াও ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল ও মমতা ঠাকুর (প্রাক্তন সাংসদ)।' কিন্তু তাঁদের গ্রামে ঢোকার ১ কিলোমিটার আগেই তাঁদের আটকে দিয়েছে পুলিশ। মমতা ঠাকুর জানিয়েছেন, "নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম আমরা। কিন্তু, পুলিশ আমাদের অনুমতি দেয়নি। আমাদের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে, মহিলা পুলিশরা ব্লাউজ ধরেও টেনেছে। প্রতিমা মণ্ডল পড়ে যান। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।"

ক্রীড়াঙ্গন

সাঙ্গাকারার চেয়ে 'ভালো টেকনিক'এমন ভক্তে মুগ্ধ বাবর আজম

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ব্যাটিংয়ের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যা দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারা। যার ব্যাটিংয়ের ভিডিও, সেই সামিয়া আফসারের বয়স মাত্র আট বছর। তবে এই বয়সেই 'তারকা ভক্তে'র সংখ্যা বেড়ে চলেছে পাকিস্তানের মেয়ের। শুধু সাঙ্গাকারাই নন, সামিয়ার ব্যাটিংয়ে এবার মুগ্ধ হয়েছেন বাবর আজমও।

সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক ও সময়ের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল এই ব্যাটসম্যান বর্তমানে ইংল্যান্ড সফরে ব্যস্ত। কিন্তু পাকিস্তানের খুদে ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে তাকে অনলাইনে কিছু টিপস দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সামিয়ার ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে মুগ্ধ কুমার সাঙ্গাকারা টুইট করেছিলেন, 'এই ছোট্ট ক্রিকেটার কীভাবে এত দারুণ খেলে, তা বুঝতেই পারছি না! এই বয়সেই আমার চেয়ে ওর টেকনিক অনেক ভালো! ক্রিকেটে এত দারুণ প্রতিভা দেখতে এত ভালো লাগে!'

সেই সামিয়ার সঙ্গে এবার বাবরের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সামিয়া এমনিতেই বাবরের ভক্ত। ভিডিও কনফারেন্সে সামিয়ার কথা মন দিয়ে শুনেছেন বাবর। এরপর সামিয়ার ব্যাটিংয়ের বেশ কিছু টেকনিকের খুঁত ধরিয়ে দিয়েছেন। আরও ভালো খেলার কৌশল শিখিয়েছেন।

বাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সামিয়া বলেছে, 'আমি বাবর আজমের সবচেয়ে বড় ভক্ত। তাঁর মতো ব্যাটসম্যান হতে চাই। সুপারহিরোর মতো আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দলকে যে কোনো সমস্যা থেকে দূরে রাখছেন। তিনি ছেলেদের দলের জন্য যা করছেন, একদিন আমিও সেভাবে মেয়েদের দলে সেটা করতে চাই।'

সামিয়ার সঙ্গে কথা বলে ভীষণ খুশি বাবরও। এমন একজন সমর্থককে দেখে আরও ভালো খেলতে প্রেরণা পান বাবর, 'সমর্থক যে কোনো খেলায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা সব সময় আমাদের প্রেরণা জোগান। যখন দেখি বিশেষ কিছু মানুষ পেছন থেকে আমাদের সাফল্যের জন্য শুধুই প্রার্থনা করেন তখন ম্যাচ জেতানোর মতো খেলতে বেশি করে উৎসাহ আসে।'

সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে বসে সামিয়ার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছেন বাবর। তবে দেশে ফেরার পর করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেখা করতে চান সামিয়ার সঙ্গে, 'সামিয়ার সঙ্গে কথা বলাটা খুব আনন্দের ছিল। ও একজন মহাতারকা। যেভাবে সে ব্যাট করে সেটা অসাধারণ। একজন ভালোমানের ব্যাটার হওয়ার সব সম্ভাবনা ওর মধ্যে আমি দেখেছি। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব।'

কোহলিদের দুবাই পাঠাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

সেই যে নিউজিল্যান্ড সফরে খেলে এল, এরপর প্রায় চার মাস ভারতের ক্রিকেটারদের ঘরবন্দী করে রেখেছে করোনাভাইরাস। বিশ্বকে শঙ্কার চাদরে মুড়িয়ে রাখা ভাইরাসটাকে পাশ কাটিয়ে ক্রিকেট এরই মধ্যে মাঠে ফিরতে শুরু করেছে, দুদিন আগেই সাউদাম্পটনে শেষ হলো ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু ভারত কবে মাঠে ফিরবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

তবে ক্রিকেট মাঠে কোহলিদের পরের সিরিজ কোথায় কার বিপক্ষে হবে, তা এখনো নিশ্চিত না হলেও পরের গন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, ছয় সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্পে কোহলিদের দুবাই পাঠাবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই।

দুবাই কেন? এখানে আইপিএলের হিসেব-নিকেশ চলে আসে। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আইসিসি এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি বটে, তবে সেটি পিছিয়ে যাওয়ার ঘোষণা আসা নিশ্চিত। ভারতের পরিকল্পনা, বিশ্বকাপ বাতিল হলে সেপ্টেম্বরের শেষ অংশে আইপিএল আয়োজন করবে। কিন্তু ভারতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের যে অবস্থা, তাতে ভারতের মাটিতে এবারের আইপিএল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এরই মধ্যে সেপ্টেম্বরে নিজেদের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজও বাতিল হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তা আইপিএল ভারতের বাইরে আয়োজনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড এবারের আইপিএল আয়োজনের আগ্রহ দেখিয়েছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু দৌড়ে এগিয়ে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। আর আইপিএল যেহেতু সেখানেই হচ্ছে, কোহলিদের তাই সেখানেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত।

'সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, মুম্বাইয়ে (করোনাভাইরাস) পরিস্থিতির নাটকীয় উন্নতি না হলে এবারের আইপিএল সংযুক্ত আরব আমিরাতেই হবে। সে ক্ষেত্রে সেখানে ক্যাম্প করা সম্ভাব্য সব দিক থেকেই যথার্থ মনে হচ্ছে। আইপিএলের ভেন্যু ঠিক হয়ে গেলে ধরে রাখুন, (অনুশীলন ক্যাম্পের) সবকিছু আরও দ্রুতগতিতে এগোবে'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় বোর্ডের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

লকডাউনের পর থেকে বিসিসিআইয়ের দেওয়া নির্দেশনা মেনেই ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন করে আসছিলেন ভারতের ক্রিকেটাররা। দল হয়ে অনুশীলন করবে, কীভাবে শুরু করা যাবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। ক্রিকেট আবার ফেরানোর ক্ষেত্রে আদর্শ পরিচালন নীতিমালা (এসওপি) মেনে চলছে বিসিসিআই। সংবাদমাধ্যম বলছে, ভারতের দল ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বিসিসিআইকে জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে ক্রিকেটারদের অন্তত ছয় সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্প করতে হবে। তবে ক্যাম্পের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে আগামী পরশু বিসিসিআইয়ের সভায়।আর অনুশীলন ক্যাম্প যখন করতেই হবে, সামনে কোনো সিরিজও নেই, তাই আইপিএলের আগেই আইপিএলের ভেন্যুতে ক্যাম্প করবেন কোহলিরা।

গার্দিওলার বার্সেলোনা, জিদানের রিয়াল এবং অপ্রতিরোধ্য আরও যারা

কোনো দলের রাজত্ব ছিল দেশের ফুটবলে, কোনো দল আবার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে মহাদেশীয় পর্যায়ের পরাশক্তি, জায়গা করে নিয়েছে ফুটবল ইতিহাসেও। ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে তেমন কিছু দলের গল্পতিরিশ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছে লিভারপুল, কয়েক সপ্তাহ আগে। গত বছর চ্যাম্পিয়নস লিগ, চলতি মৌসুমের শুরুতে উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা দলটা সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছে ইংলিশ লিগ জেতার মাধ্যমে, যে শিরোপা অধরা ছিল তিন দশক ধরে। ইয়ুর্গেন ক্লপের দলটাকে দশকের সময়ের অন্যতম সেরা বলছেন অনেকেই। কারও কারও মতে, ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে এই লিভারপুল হতে পারে ইতিহাসের অন্যতম সেরাও। পারবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে বিভিন্ন সময় ঘরোয়া কিংবা মহাদেশীয় পর্যায়ে রাজত্ব করা এমন কিছু দলের গল্প নিয়ে এই ধারাবাহিক। শেষ পর্বে থাকছে আরও ছয় ক্লাবের কীর্তির কথা-

জুভেন্টাস ১৯৯৪-৯৮

উল্লেখযোগ্য তারকা: আলেসসান্দ্রো দেল পিয়েরো, আন্তোনিও কন্তে, জিনেদিন জিদান, দিদিয়ের দেশম, অ্যানহেলো পেরুজ্জিউল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইতালিয়ান লিগ (৩), চ্যাম্পিয়নস লিগ (১), কোপা ইতালিয়া (১), উয়েফা সুপার কাপ (১), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ (১)স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের মতো কিংবদন্তি চাইতেন তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যেন এই জুভেন্টাসের মতো খেলে। ইউরোপের বাকী দলগুলোর ওপর ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের প্রভাব তখন এতটাই ছিল। ভাগ্য আরেকটু সহায় হলে হয়তো টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠে তিনবারই শিরোপা জিততে পারতেন জিদান-দেল পিয়েরোরা। কিন্তু তাতে তাঁদের পরাক্রম কমেনি মোটেও। মার্সেলো লিপ্পির জাদুকরেরা নিজেদের নাম ঠিকই লিখে রেখেছেন ইতিহাসের পাতায়।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১৯৯৫-২০০১

উল্লেখযোগ্য তারকা: ডেভিড বেকহাম, পল স্কোলস, পিটার স্মাইকেল, রয় কিন, রায়ান গিগস

উল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইংলিশ লিগ (৫), এফএ কাপ (২), কমিউনিটি শিল্ড (২), চ্যাম্পিয়নস লিগ (১), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিজের দেশে সেরা ক্লাব তো ছিলই, জুভেন্টাসের কাছে শিক্ষা নিয়ে ইউরোপেও হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। একটা দিক দিয়ে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের এই দলটার সঙ্গে সত্তরের দশকের বায়ার্নের একটু মিল পাওয়া যায়। সে দলটা যেমন লোকচক্ষুর আড়ালে আস্তে আস্তে বেকেনবাওয়ার, মাইয়ার, মুলারদের গড়ে তুলছিল, পরে হয়েছিল বিশ্বসেরা, একই কাজ ইউনাইটেডে করেছেন ফার্গুসন, তাঁর আনকোরা "ক্লাস অফ ৯২" এর গ্র্যাজুয়েটদের নিয়ে। বেকহাম, গিগস, স্কোলস বা নেভিলদের শুরুটা সেখানেই।

বোকা জুনিয়র্স ১৯৯৮-২০০৩

উল্লেখযোগ্য তারকা: হুয়ান রোমান রিকেলমে, মার্টিন পালেমর্মো, ওয়াল্টার স্যামুয়েল, গিলেমর্মো ব্যারোস স্কেলোত্তো, নিকোলাস বুরদিসো

১১৫৮ কোটি টাকার খোঁজে রিয়াল

আর একটা জয়ব্যস, রিয়াল মাদ্রিদ আর এবারের লা লিগার শিরোপার মধ্যে এতটুকুই শুধু ব্যবধান। বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপার আনন্দ হবে রিয়ালের সঙ্গী।

চ্যাম্পিয়নস লিগেও এখনো ক্ষীণ হলেও আশা বেঁচে আছে। করোনাভাইরাস সব থামিয়ে দেওয়ার আগে শেষ ষোলোতে প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল জিনেদিন জিদানের দল। করোনা-বিরতি কাটিয়ে আগস্টে আবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হচ্ছে। তা দলটা যখন রিয়াল মাদ্রিদ আর টুর্নামেন্টটা যখন চ্যাম্পিয়নস লিগরিয়ালের কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনার শেষ দেখার দুঃসাহস কে করবে?

এই মৌসুমে এখনো দুই শিরোপার আনন্দের সম্ভাবনার মধ্যেই আগামী মৌসুম নিয়েই এখনই পরিকল্পনায় বসে যেতে হচ্ছে রিয়ালকে। তাতে দল নিয়ে তো চিন্তা আছেই, তার পাশাপাশি বেশি চিন্তা করতে হচ্ছে ক্লাবের আর্থিক অবস্থা নিয়েও। করোনা এসে যে সবারই আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন করে দিয়ে গেছে! স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানাচ্ছে, করোনার ক্ষতি সামলাতে এই গ্রীষ্মকালীন দলবদলে খেলোয়াড় বিক্রি করে ১২ কোটি ইউরো আনার পরিকল্পনা রিয়ালের। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় ১১৫৮ কোটি টাকা!

"অপারেশন এক্সিট" বা "প্রস্থান প্রকল্প"ও নাম পেয়ে গেছে রিয়ালের এই পরিকল্পনা। তবে রিয়ালভক্তদের অত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। যাঁদের বিক্রি করার পরিকল্পনা রিয়ালের, তাঁরা কেউই ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়দের তালিকায় নেই। কেউ হয়তো একাডেমি থেকে উঠে এসে মূল দলে সুযোগ করে নিতে পারছেন না, কেউ বা জিদানের কৌশলে উপেক্ষিত।এরই মধ্যে রিয়ালের একাডেমি থেকে দুবছর আগেই মূল দলে উঠে আসা ডিফেন্ডার হাভি সানচেজের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই মৌসুমে রিয়াল ভায়াদোলিদে ধারে খেলা ২৩ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আগামী মৌসুমে পাকাপাকিভাবে যোগ দেবেন ভায়াদোলিদে।

উঠতি তারকাদের মধ্যে রিয়ালভক্তদের মন খারাপ হতে পারে আশরাফ হাকিমির চলে যাওয়া দেখে। ১১ বছর রিয়ালের একাডেমিতে কাটানোর পর তিন বছর আগে মূল দলে অভিষেক হয় হাকিমির, ২০১৮ সাল থেকে ধারে খেলছিলেন জার্মানির ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। কী দারুণই না খেলেছেন! যতটা রক্ষণে, তার চেয়েও বেশি যেন আক্রমণে পারদর্শী ২১ বছর মরোক্কান রাইটব্যাক। ভাবা হচ্ছিল, এই মৌসুম শেষে রিয়ালে ফিরে দানি কারভাহালের সঙ্গে মূল দলে জায়গার জন্য লড়বেন হাকিমি। কিন্তু একদিকে কারভাহালের দুর্দান্ত ফর্ম, অন্যদিকে হাকিমির এখনই মূল দলে নিয়মিত হওয়ার ইচ্ছা থেকেই রিয়ালের তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া। বেশ চড়া দামই এসেছে! ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে হাকিমিকে কিনে নিয়েছে ইন্টার মিলান। আন্তোনিও কন্তের ৩-৫-২ ছকে রাইট উইংব্যাক হিসেবে হাকিমি আলো ছড়াবেন, এমন সম্ভাবনাই বেশি দেখেন বিশ্লেষকরা।

এ দুজনের সঙ্গে রিয়ালের "এক্সিট" লেখা গেট দিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন মিডফিল্ডার দানি সেবায়োস ও ডিফেন্ডার হেসুস ভায়েহো। ২০১৫ সালে জারাগোজা থেকে আসা ভায়েহোকে অমিত সম্ভাবনাময়ই ভাবা হচ্ছিল, কিন্তু একের পর এক চোটের সঙ্গে লড়তে থাকা স্প্যানিশ ডিফেন্ডার রিয়ালের মূল দলে সেভাবে খেলতেই পারেননি। জারাগোজা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, উলভারহ্যাম্পটনের পর এখন ধারে খেলছেন গ্রানাদায়। আর ২০১৭ সালে বেতিস থেকে আসা সেবায়োস ক্রুস-মদরিচ-ইসকোদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে রিয়ালের মূল দলে তেমন জায়গা করে নিতে পারেননি। জিদানের কৌশলেও মানিয়ে নিতে পারেননি। এই মৌসুমে সেবায়োস ধারে খেলছেন আর্সেনালে। করোনা-বিরতির পর আর্সেনালের নতুন কোচ মিকেল আর্তেতার অধীনে তাঁর দারুণ ফর্ম দেখে আর্তেতার ইচ্ছা, সেবায়োসকে আর্সেনালেই রেখে দেবেন। ভ্যালেন্সিয়া আর বেতিসও তাঁকে পেতে আগ্রহী। আড়াই কোটি ইউরো রিয়াল পেতে পারে তাঁর দলবদল থেকে। ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার হোর্হে দে ফ্রুতোস এই মুহূর্তে ধারে আছেন রায়ো ভায়েকানোতে।

তাঁকে বিক্রি করে ১ কোটি ইউরো পাওয়ার পরিকল্পনা রিয়ালের।এঁদের সঙ্গে আরও বড় দুটি নাম তো রিয়ালের "বিক্রির জন্য" তালিকায় আছেনইগ্যারেথ বেল ও হামেস রদ্রিগেজ।

বেলের সঙ্গে জিদানের যে বনছে না, সেটি তো কয়েক বছরের পুরোনো গুঞ্জন। রদ্রিগেজের সঙ্গেও জিদানের সম্পর্কটা তেমন ভালো নয় বলেই শোনা যায়। দুজনই একের পর এক ম্যাচ আপাতত কাটাচ্ছেন রিয়ালের বেঞ্চে।

Bamboo and Cane Development Institute, Agartala

Quotation

Sealed quotations are required for supplying of Steel Bottle of 400, 500, 600 and 700ml capacity for skill development program. For deatils please contact at BCDI, Lichubagan/ E.mail : bcdiacc@gmail.com ot 9436582273.
Last date is 6th October, 2020, 3 PM.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত D.EI.Ed (Per-service) কোর্সে ভর্ত্তি প্রত্যাশী আবেদনকারীদের জানানো যাইতেছে যে, আগামী ৫ই অক্টোবর ২০২০ইং থেকে ১৫ই অক্টোবর ২০২০ইং তাদের দাখিলকৃত আবেদন পত্রগুলি নিম্নলিখিত ডায়েট এবং সি টি ই গুলিতে ভর্ত্তির নোটিফিকেশন No.F.40 (4-55)-PSTC/Admin/ SCERT/2019/693, **তারিখ** 07/08/2020 **অনুসারে** Physical verification **হইবে।**

(1) DIET, Agartala (2) DIET, Kakraban (3) DIET, Kailashahar
(4) DIET, Kamalpur (5) CTE, Kumarghat.

অতএব সমস্ত আবেদনকারীরা স্ব-স্ব অভিভাবকের লিখিত অনুমতিসহ নিম্নলিখিত সূচী অনুসারে নিকটবর্তী ডায়েট / সি টি ইতে উপস্থিত থাকার জন্য জানানো যাইতেছে।

Scheduled Date of verification	Mode of Shift	User ID/ Registration ID of the Applicants who received acknowledgement after submission of application		Name of Institute	Remarks
		UserID/Registration ID in between	No. of application found		
1	2	3	4	5	6
05/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200811002340 to 200811002502) (200812002505 to 200812002522)	110	DIET, Agartala, Kakraban, Kailashahar, Kamalpur & CTE, Kumarghat	Applicant should appear at the Nearby/ convenient DIET/CTE-Kumargh at as indicated in Col. 5
	02:00 pm to 05.00 pm	(200812002525 to 200812002650)	110		
06/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200812002652 to 200812002805) (200813002807 to 200813002824)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200813002826 to 200813002952)	110	-do-	
07/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200813002954 to 200813003068) (200814003071 to 200814003100)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200814003101 to 200814003247)	110	-do-	
08/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200814003248 to 200814003292) (200815003293 to 200815003396)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200815003397 to 200815003423) (200816003427 to 200816003535) (200817003539 to 200817003556)	110	-do-	
09/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200817003557 to 200817003663) (200818003665 to 200818003710)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200818003712 to 200818003803) (200819003806 to 200819003862)	110	-do-	
12/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200819003863 to 200819003930) (200820003934 to 200820004017)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200820004018 to 200820004042) (200821004045 to 200821004149) (200822004150 to 200822004185)	110	-do-	
13/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200822004186 to 200822004243) (200823004244 to 200823004316) (200824004319 to 200824004335)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200824004337 to 200824004448) (200825004449 to 200825004481)	110	-do-	
14/10/2020	10.30 am to 01:30 pm	(200825004483 to 200825004612) (200826004613 to 200826004637)	110	-do-	
	02:00 pm to 05.00 pm	(200826004640 to 200826004788)	109	-do-	
15/10/2020	(10.30 am to 01:30 pm) & (02:00 pm to 05.00 pm)	If any applicant fails to appear at the verification centre as per scheduled dates mentioned above due to some unavoidable circumstances or reason, only he/she has an opportunity to appear at any verification centre on this day.		-do-	

বি দ্র ঃ- Physical verification এর সমস্ত Covid-19 সংক্রান্ত নির্দেশিকা পালন করতে হবে।
(১) সকল আবেদনকারীরা মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক।
(২) সকল আবেদনকারীদের নিজস্ব স্যানিটাইজার এবং জলের বোতল নিয়ে আসতে হবে।
(৩) Physical verification centre- এর আবেদনকারীরা সর্বদা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন।
(৪) Verification centre-এ যত্রতত্র থুতু খেলা নিষেধ।

অধিকর্তা
এস.সি.ই.আর.টি, ত্রিপুরা

ICA/D-584/2020-21

শ্বাসকষ্টে অসুস্থ উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী হরক সিং রাওয়াত, ভর্তি হাসপাতালে

দেহরাদূন, ২ অক্টোবর (হি.স.): শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী হরক সিং রাওয়াত। অসুস্থ অবস্থায় বিজেপির এই নেতাকে ভর্তি করা হয়েছে দেহরাদূনের দুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত উত্তরাখণ্ডের এই মন্ত্রী, গত ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সেই দিন থেকেই হোম আইসোলেশনে ছিলেন তিনি। কিন্তু, বৃহস্পতিবার আচমকাই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। তাই কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে মন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শুক্রবার সকালে দুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাঃ আশুতোষ সায়ানা জানিয়েছেন, এখন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হচ্ছে না তাঁর। মন্ত্রীর সঙ্গেই ভর্তি হয়েছিলেন তাঁর পিআরও। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কৃষি-বিরোধী আইনের বিরোধিতায় জয় হবে কৃষকদের সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): ''কৃষি-বিরোধী'' তিনটি কালা-আইনের বিরোধিতায় জয় হবে কৃষকদেরই। সফল হবে কংগ্রেসও। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বার্তায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া এদিন জানান, ''''আজ আমরা যখন মহাত্মা গান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকী পালন করছি, সেই সময় ''কৃষি-বিরোধী'' তিনটি আইনের বিরোধিতা করছেন কৃষকরা। আমার বিশ্বাস কৃষকদের ও কংগ্রেসের আন্দোলন সফল হবে এবং কৃষকরা জয়ী হবেন।''

সোনিয়া আরও জানান, দেশের অন্নদাতা কৃষকদের রক্ত-কান্না কাঁদাচ্ছে মোদী সরকার। করোনা-প্রকোপের মধ্যেই আমরা সবাই সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম, অভাবীরা যাতে বিনামূল্যে আনাজ পান, তাহলে বলুন আমাদের কৃষক ভাইদের সাহায্য ছাড়া কী কোটি কোটি মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল? সোনিয়া বলেন, দেশের অন্নদাতাদের সঙ্গে চূড়ান্ত অন্যায় করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কৃষি আইন সম্পর্কে কৃষকদের সঙ্গেও কথা বলা হয়নি। শুধুমাত্র এটাই নয়, কৃষক স্বার্থ না দেখে, কিছু বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে কৃষক-বিরোধী তিনটি কালা-আইন তৈরী করা হয়েছে।

হাথরাস নিয়ে তপ্ত জাতীয় রাজনীতি, তৃণমূলকেও আটকাল যোগী পুলিশ

লখনউ, ২ অক্টোবর (হি.স.): হাথরাস ঘিরে ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতি। কংগ্রেসের পর এবার হাথরাস যাওয়ার পথে তৃণমূলকেও আটকে দিল পুলিশ। হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এদিন যাচ্ছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল, কিন্তু হাথরাস সীমাতেই তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে আটকে দেয় উত্তর প্রদেশ পুলিশ। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও''ব্রায়েনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের। কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, ''তাঁকে (ডেরেক) ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত আহত হয়েছেন। তাঁরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

শুক্রবার গান্ধীঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি-নিজস্ব।

সত্য ও অহিংসার দিশারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সত্য ও অহিংসার দিশারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। তাঁর মতে, দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী গান্ধীবাদী, সমাজবাদী আদর্শ পালনের সময় এসেছে।

আজ গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং গান্ধী বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় রাজ্যপাল বলেন, আজ সারা দেশেই শ্রদ্ধার সাথে গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সত্য ও অহিংসার দিশারি। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব, সচিব টি কে চাকমা ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাজ পড়ে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর ব্লকের রহিমপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে বাজ পড়ে তিন মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ৩ মহিলাকে বক্সনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ বহরমপুর এলাকায় বিকট আওয়াজ এর বাজ পড়ে। পাসপোর্ট একই এলাকার তিনজন মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান।বিকট আওয়াজে এলাকার লোকজনের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।বাস পড়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

দেবীপুরে প্রচুর গাঁজা বাগিচা ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় এর কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার দেবীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা চারা ধ্বংস করে দিয়েছে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী।ঘটনার বিবরণে জানা যায় মধুপুর থানার ওসি সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে দেবীপুর পশুখামার সংলগ্ন এলাকায় গাজা বিরোধী অভিযান। মধুপুর থানার পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এই অভিযানের সামিল হন। অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার গাজার যারা কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বেআইনিভাবে গাঁজা চাষ হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ গাজা বিরোধী অভিযান জোরদার করেছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মধুপুর থানার ওসি জানিয়েছেন।গত বেশ কিছুদিন ধরেই মধুপুর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী এই গাজা বিরোধী অভিযানের সামিল হয়েছে। তাতে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। উল্লেখ্য গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে একাংশের লোভী চাষী এই বেআইনি গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে।বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা গুলি কে ভিত্তি করেই টিলা জমিতে এই ধরনের গাঁজার চাষ ব্যাপকহারে হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরার মাটি গাঁজা চাষের জন্য যথেষ্ট উর্বর। এই রাজ্যে উৎপাদিত গাজা দেশের সীমানা পার করে বিদেশের বাজারেও রপ্তানি হচ্ছে। গাঁজা চাষ করে অনেক চাষি কোটিপতি হয়েছে।সে কারণেই প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই একাংশের চাষি এবং ব্যবসায়ী গাঁজা চাষের অব্যাহত রেখেছে।

তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। উত্তরপ্রদেশে এক মহিলাকে ধর্ষণ ও পরি আমার আর ঘটনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানী আগরতলা শহরে ও তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে তপশীল জাতি সমন্বয় সমিতি প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে।বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিটি সেন্টারের সামনে এসে সমবেত হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল এবং সভায় উপস্থিত ছিলেন তপশীল নেতা রতন ভৌমিক এবং সুধন দাস সহ অন্যান্যরা।সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উত্তরপ্রদেশের যোগী রাজ্যে গণধর্ষণ এবং ধর্ষণ শেষে হত্যার ঘটনাকে নাটকীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।তপশীল জাতি সমন্বয় সমিতির নেতা সুজন দাস উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

হাতনাতে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। গোমতী জেলার অমরপুরের খেয়াঘাট এলাকায় এক বাড়িতে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়েছে এক চোর। চুরি করতে আশা চোরকে হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন এলাকার লোকজন। তাতে চোর গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। চোরকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে পীরগঞ্জ থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৭.৬৭ কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট সুস্থতা বেড়ে ৮৩.৭০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষা ফের খানিকটা কমল ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৯৭ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.৬৭ কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৯৭,৯৪৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,৬৭,১৭,৭২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট আক্রান্তের ৮৩.৭০ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯,৪২,২১৭। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৯৯,৭৭৩ জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৪৮৪ জন।

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, ট্রাম্প-মেলানিয়ার আরোগ্য কামনা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আমেরিকার ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। প্রিয় বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর স্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মানবতার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস গান্ধীজি : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গান্ধীজিকে প্রণাম জানিয়ে শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, মানবতার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হলেন গান্ধীজি। রাষ্ট্রপতি টুইট-বার্তায় লেখেন, গান্ধী জয়ন্তীতে আসুন আমরা সকলে সত্য ও অহিংসার পথ অনুসরণ করি, দেশের কল্যাণ ও প্রগতিতে সর্বদা নিবেদিত থাকি এবং স্বচ্ছ, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের মাধ্যমে গান্ধীজির স্বপ্ন পূরণ করি। টুইটারে রাষ্ট্রপতি আরও লেখেন, জন্মজয়ন্তীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে প্রণাম জানাই। গান্ধীজির সত্য, অহিংসা ও ভালোবাসার বার্তা সমাজে সংহতি আনে। গান্ধীজি হলেন মানবতার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এদিন রাজঘাটে গিয়েও জাতির জনককে শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রণাম জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মদিনও শুক্রবার। এদিন লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেও বিজয়ঘাটে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি। টুইটারে রাষ্ট্রপতি লেখেন, জন্মবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আমরা স্মরণ করছি। ভারতমাতার মহান সন্তান। দেশের সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব এবং যুদ্ধকালীন নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক ভূমিকা দেশকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

গান্ধীজির মহৎ চিন্তাভাবনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): গান্ধীজির জীবন ও মহৎ চিন্তাভাবনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইটারে এমনই লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, গান্ধীজয়ন্তীতে আমাদের প্রিয় বাপুকে প্রণাম। গান্ধীজির জীবন ও মহৎ চিন্তাভাবনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। সমৃদ্ধ ও করুণাময় ভারত নির্মাণে বাপুর আদর্শ আমাদের এগিয়ে চলতে সহায়তা করুক। গান্ধীজয়ন্তীতে উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালেই রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনককে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত প্রমুখ।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মদিন শুক্রবার। রাজঘাটের পরে বিজয়ঘাটে শাস্ত্রীজির সমাধিতেও শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। বিজয়ঘাটে শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানান তাঁর ছেলে সুনীল শাস্ত্রী এবং অনিল শাস্ত্রী। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুক্রবার টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ''নম্র ও দৃঢ়চেতা ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীজি। দেশের কল্যাণেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। জন্মজয়ন্তীতে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি।

৬ দফা দাবিতে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। ৬ দফা দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করল ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটি। এই দাবি গুলি হল রাজ্যের বিজ্ঞাপন পলিসিতে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম গুলিকে অনতিবিলম্বে অন্তর্ভুক্ত করা, বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম গুলোর জন্য ৫১ শতাংশ বিজ্ঞাপন বরাদ্দ করা, রাজ্যের সকল সংবাদ মাধ্যমকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদান ও যোগ্যতা অনুযায়ী ক্যাটাগরি দেওয়া। বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম গুলির এক্রিটিয়েটেড সাংবাদিকের কোটা বৃদ্ধি করা, সরকারি অনুষ্ঠানে সংবাদ সংগ্রহ করতে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা, খুমুলুঙে পৃথক প্রেসক্লাব গঠন করা। এদিনের গন অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটির চেয়ারম্যান প্রনব সরকার, সদস্য সেবক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকে দাবি গুলির পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে এদিনের গন অবস্থানে সাংবাদিক , চিত্র সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা অংশ নেয়। এই ৬ দফা দাবিতে আগামী দিনেও ধারাবাহিক কর্মসূচী চালিয়ে জাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় গনঅবস্থান স্থল থেকে। এদিন দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত চলে এই গন অবস্থান কর্মসূচী।

গান্ধীজিই বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেছিলেন, আজ তাঁর দেখান পথেই দেশ এগিয়ে চলেছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। গান্ধীজিই বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেছিলেন। আজ দেশ তার দেখানো পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মহাত্মা গান্ধীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দু'বছরব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গান্ধীজী সত্যকে ঈশ্বর হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রাম সরকারের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর কথায়, মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৭ সালের ৩১ জুলাই যে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেছিলেন আজ দেশ তার পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর দেশের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী-র মতে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর অহিংসাকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছেন।

কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। একাধিক ইস্যুতে প্রতিবাদকে সংগঠিত রূপ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সত্বাধিকারি, সম্পাদক ও কর্মরত সাংবাদিকরা একজোট হয়ে অ্যাসেম্বলি অব জার্নালিস্টস নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে প্রতিবাদ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছেন। এওজে'র দাবি- বিতর্কিত মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই পরিস্থিতিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর এওজে-কে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালের দ্বারস্থ হতে হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এওজে'র কার্যকরি কমিটির বর্ধিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তক্রমে শুক্রবার সারা রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিকরা একদিনের জন্য কালো ব্যাজ পরিধান করে পেশাগত দায়িত্ব পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিকেরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বামুটিয়ায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। আগরতলা বামুটিয়া সড়কের কালি বাজার এলাকায় অটোচালকের হাতে এক গাড়ি চালক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার প্রতিবাদে গাড়ি চালকরা আজ কালি বাজারে আগরতলা বামুটিয়া সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ রাখেন। এর ফলে শুক্রবার আগরতলা বামুটিয়া সড়কে চলাচলকারী যানবাহনগুলো থমকে পরে

।যানবাহনের চালক এবং শ্রমিকরা দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্ত অটোচালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কট্টর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত অটোচালককে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।উল্লেখ্য আগরতলা বামুটিয়া সড়কে একাংশের অটোচালক যানবাহন চালকদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে। অটো চালকরা যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে বলেও অভিযোগ বেড়েছে। ভাড়া আদায় কে কেন্দ্র করে মূল ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গেছে।অটোচালকদের পদ্ধতিতে যাত্রীসাধারণ রীতিমতো ক্ষুব্ধ বলে জানা যায়।

বামুটিয়ায় মহিলার গলার চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। বামুটিয়া রথখোলা এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। মহিলার নাম শান্তি দত্ত। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শান্তি তত্ব নামে ওই মহিলা পাশের বাড়িতে দুধ আনতে গিয়েছিলেন।দুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দুই দুষ্কৃতিকারী বাইক নিয়ে এসে মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চিৎকার করেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা-সংক্রমণ ৬৪-লক্ষ ছুঁইছুঁই, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৯৯,৭৭৩ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৪-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩,৯৪,০৬৯-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮১,৪৮৪ জন। স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার সংখ্যাও, মোট আক্রান্তের ৮৩.৭০ শতাংশ করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৯,৭৭৩ জন এবং মোট সংক্রমিত ৬৩,৯৪,০৬৯ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৩,৫২,০৭৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ২১৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৯৯,৭৭৩ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৫,৮৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৬ জন, অসমে ৭১১ জন, বিহারে ৯০৪ জনের, চণ্ডীগড়ে ১৬৪ জন, ছত্তিশগড়ে ৯৮৬ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,৪০১ জনের, গোয়া ৪৪০ জন, গুজরাটে ৩,৪৬০ জনের, হরিয়ানায় ১,৪০২ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৯৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,১৯৮, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭২১ জনের, কর্ণাটকে ৮,৯৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৭৭১ জন, লাদাখে ৬১ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,৩৩৬ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৭,০৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৬৮ জন, মেঘালয়ে ৫১ জন, নাগাল্যান্ডে ১৭ জন, ওড়িশায় ৮৫৯ জনের, পুদুচেরিতে ৫২৫ জন, পঞ্জাবে ৩,৪৫১ জন, রাজস্থানে ১,৫০০ জনের, সিকিমে ৩৯ জন, তামিলনাড়ুতে ৯,৫৮৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১,১৪৫ জন, ত্রিপুরায় ২৮৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬২৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৫,৮৬৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫,০১৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৫৬ শতাংশ রোগীর, সুস্থ হয়েছেন ৮৩.৭০ শতাংশ রোগী এবং চিকিৎসাধীন ১৪.৭৪ শতাংশ রোগী।

ভারতে ৭.৬৭ কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৩.৭০ শতাংশ

দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষা ফের কিছুটা নিম্নমুখী ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৯৭ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৭.৬৭ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৯৭,৯৪৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সমগ্র দেশে ৭,৬৭,১৭,৭২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলায় সিপিএম সমর্থীত সংগঠনের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি-নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।